জনশিক্ষা ও সংস্কৃত

শ্রীধ্যানেশনারায়ণ চক্রবর্তী শাস্ত্রী, এম্‌-এ
[কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় গংগামণিপদকপ্রাপ্ত]
প্রাধ্যাপক—সংস্কৃত, রবীন্দ্রসাহিত্য ও নাট্যতত্ত্ব
রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, কলিকাতা।

ঋষি-ধাম

প্রকাশিকা : শ্রীমতী উষা দেবী চক্রবর্তী এম্-এ, বি-টি
"ঋষিধাম"
পোঃ—দত্তপুকুর,
জেলা—২৪-পরগণা,
পশ্চিমবংগ

প্রথম প্রকাশ—১৩৭১ বাং

প্রাপ্তিস্থান :

"ঋষি-ধাম"

পোঃ—দত্তপুকুর, জেলা—২৪-পরগণা

সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার

৩৮ বিধান সরণি, কলিকাতা-৬

মুদ্রক : শ্রীসুরেশচন্দ্র দত্ত
'মডার্ণ প্রিন্টার্স্
৯১বি, সিমলা স্ট্রীট,
কলিকাতা-৬

সমর্পণম্

যাঁর ঐকান্তিক সাধনায় রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ে স্নাতকমান পর্যন্ত "সংস্কৃত" অবশ্যপাঠ্যরূপে গৃহীত, কবিসার্বভৌম রবীন্দ্রনাথের শিক্ষাচেতনার সুদক্ষ রূপকার, জ্ঞানকর্মের সমন্বয়-মূর্তি, আদর্শ শিক্ষাব্রতী, সিদ্ধ সারস্বত, মাননীয় উপাচার্য

শ্রীযুক্ত হিরণ্ময় বন্দ্যোপাধ্যায় মহোদয়ের

কল্যাণ-করকমলে এই গ্রন্থ শ্রদ্ধাভরে সমর্পিত হ'ল।

যঃ প্রজ্ঞা-কুলশীল-কীর্তিনিলয়ো বিদ্যাবতামগ্রণীঃ
সদ্‌বক্তা মধুরামলাত্মচরিতো রাবীন্দ্রপীঠাধিপঃ।
প্রেণীং নির্ঝরকল্পকো ব্রতপরস্তস্মৈ যশোমালিনে
গ্রন্থোঽয়ং বিনিবেদ্যতে মম মুদা তত্ত্বার্থতথ্যান্বিতঃ॥
বন্দ্যোপাধ্যায়বর্যায় শ্রীহিরণ্ময়শর্মণে।
ভারতীবরপুত্রায় শ্রদ্ধার্ঘ্যং তৎ সমর্প্যতে॥

ইতি—

শ্রীধ্যানেশনারায়ণ চক্রবর্তি-দেবশর্মণা

প্রাক্‌কথন

বর্তমান ভারতের শিক্ষাক্ষেত্রে একটি জটিল সমস্যা ভাষা-শিক্ষা। বহু দিন পর্যন্ত মাতৃভাষা, ইংরেজী এবং একটি পৌরাণিক ভাষা (সংস্কৃত, আরবী, পার্শী, উর্দ্দু, পালি প্রভৃতির যে কোনটি) মাধ্যমিক স্তরে সকল ভারতীয়েরই অবশ্যপাঠ্য ছিল। স্বাধীনোত্তর ভারতে গোষ্ঠীবিশেষের ভাষা হিন্দীকে সর্বভারতীয় সরকারী ভাষারূপে গ্রহণ করার পর অহিন্দীভাষী অঞ্চলে ঐ তিনটি ভাষার সংগে হিন্দী শিক্ষাও আবশ্যিক-ভাবে প্রবর্তিত হ'ল। ফলে চারটি ভাষার চাপে শিক্ষার্থীরা ক্লিষ্ট হ'য়ে উঠ্‌বে এবং সামগ্রিকভাবে শিক্ষার ভারসাম্য বিনষ্ট হ'য়ে যাবে আশংকায় নূতন ভাবে ভাষা-নীতি নির্ধারণের প্রয়োজন দেখা গেল। ফলে শিক্ষাক্ষেত্রে সৃষ্টি হ'ল দ্বিভাষা, ত্রিভাষা, চতুর্ভাষা প্রভৃতি অধুনা-প্রচলিত বহু-কথিত নীতি। ভাষা নিয়ে এই নূতন নীতি-নির্ধারণে সংস্কৃতের কথা যথাযোগ্য ভাবে বিবেচিত হ'চ্ছে না। মুখে মুখে সংস্কৃতের প্রশস্তি শোনা গেলেও কার্যক্ষেত্রে তার স্থান সংকুচিতই করা হ'চ্ছে। একজন দীন শিক্ষাব্রতিরূপে এই বিষয়ে বহু চিন্তা ক'রে শিক্ষাকে পূর্ণাংগ করার দিক দিয়ে সংস্কৃতকে অবশ্যপাঠ্য করার বহু যুক্তি খুঁজে পেয়েছি। সেই সকল যুক্তি তথ্য ও তত্ত্বের ভিত্তিতে উপস্থাপিত করার প্রয়াস বর্তমান গ্রন্থে। মধ্যশিক্ষায় ভাষা পুনর্বিন্যাসের আন্দোলনে এক সময় সক্রিয় অংশ গ্রহণ ক'রেছিলাম, নানা মাসিক ও দৈনিক পত্রে আলোচনাও ক'রেছি অনেক। মাসিক "উদ্বোধনে" এক সময় ধারাবাহিক ভাবে এই বিষয়ে দীর্ঘ প্রবন্ধ লিখেছিলাম। যার পরিণত রূপই হ্ল বর্তমান গ্রন্থ। এই আনুকূল্যের জন্য সুযোগ্য সম্পাদক শ্রদ্ধেয় স্বামী বিশ্বাশ্রয়ানন্দজীকে জানাই কৃতজ্ঞতা।

শিক্ষাসম্বন্ধে উৎসুক জনগণের চিত্তকে এই বিষয়ে যথাযথ ভাবে অবহিত করার প্রয়োজনে যেমন এই গ্রন্থের রচনা, তেমনি শিক্ষক শিক্ষণের পাঠক্রমের দিকেও যথেষ্ট লক্ষ্য রাখা হ'য়েছে এই গ্রন্থে। অনেকদিন পূর্বে প্রাক্তন কর্মক্ষেত্র গোবরডাংগা হিন্দু কলেজের বি-টি শ্রেণীতে যখন সংস্কৃত পড়াতে যাই, তখন দেখি সংস্কৃত শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা তার একটি অত্যাবশ্যক পাঠ্য বিষয়। বাংলায় এ বিষয়ে কোনো গ্রন্থ এখনো প্রকাশিত হয়নি। আর ইংরেজীতে যে দুয়েকটি গ্রন্থ আছে তাও কিছুটা অপরিণত। তাই, "বি-টি"র সংস্কৃত শিক্ষার্থীদের প্রয়োজনীয় তথ্যাবলীও সুষ্ঠুভাবে এই গ্রন্থে যথাসাধ্য সন্নিবেশিত করেছি। অতএব সাধারণ পাঠক এবং বি-টি-শিক্ষার্থী উভয়েরই জিজ্ঞাসার পর্যাপ্ত উত্তর আশা করি এই গ্রন্থে মিলবে। সংস্কৃতের শিক্ষণ-শৈলী নিয়ে ভবিষ্যতে আর একটি গ্রন্থ রচনার ইচ্ছাও যথেষ্ট র'য়েছে।

আধুনিক ভারতের প্রখ্যাত সংস্কৃত সাহিত্যকার, আজীবন শিক্ষাব্রতী, মদীয় পিতৃদেব, পরমপূজনীয় শ্রীযুক্ত বিশ্বেশ্বর বিদ্যাভূষণ কাব্যতীর্থ কাব্যরত্ন আমার সকল সারস্বত কর্মের মতো এই গ্রন্থরচনায়ও প্রেরণাদাতা। আমার সারস্বতগুরু, বর্তমান বিশ্বের অন্যতম শ্রেষ্ঠ সংস্কৃতবিদ, বারাণসী সংস্কৃত বিশ্ববিদ্যালয়ের উপকুলপতি, কুলপতিকল্প আচার্য, মহামনীষী ডঃ শ্রীযুক্ত গৌরীনাথ শাস্ত্রী, এম্-এ, পি-আর্-এস্, ডি-লিট্ এই কল্যাণকর্মে সর্বদাই আমায় উৎসাহ দিয়েছেন। তাঁ'দের চরণে জানাই ভক্তিবিনম্র প্রণতি।

মদীয় আচার্য, জাতীয় অধ্যাপক, বিশ্ববিখ্যাত ভাষাতাত্ত্বিক ডঃ শ্রীযুক্ত সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, এম্-এ, ডি-লিট্, পদ্মবিভূষণ, সংস্কৃত ও ভারতীয় সংস্কৃতি প্রচারে উৎসর্গীকৃতপ্রাণ ধর্মরত্ন ডঃ শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন সেনগুপ্ত এম্-ডি এবং অখিল ভারত সংস্কৃত রাষ্ট্রভাষা সম্মেলনের সুযোগ্য প্রধান সম্পাদক শ্রীযুক্ত নির্মলচন্দ্র দাশগুপ্ত

এম্-এ, এল্-এল্-বি সংস্কৃত প্রচারে আমার অগ্রপথিক এবং এই গ্রন্থরচনায়ও প্রেরণাস্থল। বহু তথ্য তাঁদের নানা লেখা থেকে সংগ্রহ ক'রেছি। এই মনীষিত্রয়কে নিবেদন করি বিনতিমধুর শ্রদ্ধাঞ্জলি।

সন্ন্যাসী হ'য়েও যিনি সমাজের সর্ববিধ কল্যাণকর্মে সদাই নিরত, শাস্ত্রপ্রচারব্রতী, পরমশ্রদ্ধেয়, পরমবৈষ্ণব শ্রীমৎ শিশিরকুমার ব্রহ্মচারী এবং তরুণ সাধক, ত্যাগব্রতী বান্ধবোত্তম শ্রীমৎ বন্ধুদাস ব্রহ্মচারীর সক্রিয় আনুকূল্য ব্যতীত এই গ্রন্থ কখনো প্রকাশিত হ'তে পার্‌তো না। তাঁদের জানাই সদণ্ডবৎ সশ্রদ্ধ কৃতজ্ঞতা।

সারস্বতাগ্রজ, কল্যাণমিত্র, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাধ্যাপক, প্রথিতযশা পণ্ডিত ডঃ শ্রীযুক্ত গোপিকামোহন ভট্টাচার্য কাব্য-ন্যায়তীর্থ, এম্-এ, ডি-ফিল্ (কলিঃ), পি-এইচ্-ডি (ভিয়েনা), অগ্রজোপম সহকর্মিদ্বয় রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রখ্যাতনামা সংস্কৃতাধ্যক্ষ ডঃ শ্রীযুক্ত ননীলাল সেন এম্-এ, ডি-লিট্, এবং বাংলা ও নাট্যতত্ত্বের বিশ্রুতকীর্তি প্রাধ্যাপক ডঃ শ্রীযুক্ত অজিতকুমার ঘোষ এম্-এ, ডি-ফিল্ নিরন্তর সমর্থন, আনুকূল্য ও উৎসাহদানে আমার অন্যান্য সারস্বত কর্মের মতো এই গ্রন্থপ্রকাশকেও ত্বরান্বিত ক'রেছেন। তাঁদের জানাই আন্তরিক কৃতজ্ঞতা।

গোবরডাংগা হিন্দু মহাবিদ্যালয়ের বরেণ্য অধ্যক্ষ অনন্তস্নেহশীল শ্রীযুক্ত অনন্তকুমার চক্রবর্তী এম্-এ, কাব্য-ব্যাকরণতীর্থ, বিদ্যারত্ন এবং শিক্ষক-শিক্ষণ বিভাগের অক্লান্তকর্মা উপাধ্যক্ষ সুহৃত্তম শ্রীযুক্ত হরি-রাখাল বিশ্বাস এম্-এ, বি-টি কর্তৃক শিক্ষক-শিক্ষণের প্রয়োজনে এই গ্রন্থ-রচনায় আমায় উৎসাহদান সকৃতজ্ঞ চিত্তে স্মরণ কর্‌ছি।

দক্ষ প্রশাসক হ'য়েও যিনি অন্তরে অন্তরে চিরকালের শিক্ষাব্রতী, জ্ঞান-কর্মের সমন্বয়-মূর্তি, রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের মাননীয় উপাচার্য পরমশ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত হিরণ্ময় বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় তাঁর

বহুবিধ কর্মব্যস্ততার মধ্যেও এই গ্রন্থের মনোজ্ঞ ভূমিকা রচনা ক'রে গ্রন্থটিকে গৌরবান্বিত ক'রেছেন। বহু পূর্ব থেকেই তাঁর সংগে সারস্বত সূত্রে অন্তর-লোকে সংযুক্ত ছিলাম। বর্তমানে কর্মসূত্রেও রয়েছি তাঁরই স্নেহচ্ছায়ায়। সারস্বত সাধনায় তাঁর নিয়মিত উৎসাহদান আমার এক পরম পাথেয়। তাঁকে জানাই আন্তরিক কৃতজ্ঞতা ও শ্রদ্ধানত প্রণতি।

আমার পরমারাধ্যা মাতৃদেবী শ্রীযুক্তা মহামায়া দেবী এবং সহধর্মিণী শ্রীমতী ঊষা দেবী চক্রবর্তী এম্-এ, বি-টি এই গ্রন্থ রচনায় উপযুক্ত পারিবারিক পরিবেশ সৃষ্টি ক'রে আমায় গ্রন্থপ্রকাশে সর্ববিধ আনুকূল্য দান ক'রেছেন।

সংস্কৃত শিক্ষার প্রচার প্রসারে দেশ বিদেশের যে সকল পরিচিত-অপরিচিত সজ্জন এবং আমার ছাত্রছাত্রীগণের আকাংক্ষা এবং উৎসাহ আমায় এই মহৎকর্মে প্রবৃত্ত ক'রেছে, তাঁদের সকলের উদ্দেশেই জানাই আন্তরিক কৃতজ্ঞতা।

অসংখ্য ব্যস্ততার মধ্যে একক প্রকাশন কর্মে প্রবৃত্ত হওয়ায় যে সব অনিচ্ছাকৃত ত্রুটি র'য়ে গেছে তার জন্য সহমর্মী পাঠক সমাজের কাছে বিনম্রচিত্তে ক্ষমা প্রার্থনা করি।

বিশ্বের কল্যাণ এবং বংগভারতের অভ্যুদয়ের জন্য বিভুপদে আজ এই একান্ত কামনা—"ব্রাহ্মী বিজয়তাং বিশ্বে
দেবভাষা সনাতনী।" ইতি

বিনীত

শ্রীধ্যানেশনারায়ণ চক্রবর্তী
অধ্যাপক
রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়,
কলিকাতা

রথদ্বিতীয়া, ১৩৭৪ বংগাব্দ
ঋষি-ধাম
পোঃ-দত্তপুকুর, জিঃ-২৪ পরগণা

রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের

মাননীয় উপাচার্য

শ্রীযুক্ত হিরণ্ময় বন্দ্যোপাধ্যায় কর্তৃক লিখিত

ভূমিকা

প্রীতিভাজন শ্রীধ্যানেশনারায়ণ চক্রবর্তী তাঁর "জনশিক্ষা ও সংস্কৃত" নামে পুস্তিকার ভূমিকা লিখতে অনুরোধ ক'রেছেন। তাই এই ভূমিকা। পুস্তিকাখানি প'ড়ে আমার ভাল লেগেছে। তাই লেখাও আমার পক্ষে সহজ হ'য়েছে।

শ্রীচক্রবর্তী পণ্ডিতের ঘরের সন্তান। সংস্কৃতের প্রতি অনুরাগ তিনি বংশানুক্রমে উত্তরাধিকার সূত্রে পেয়েছেন। তার সঙ্গে যোগ হ'য়েছে তাঁর এই ভাষার প্রতি ব্যক্তিগত অনুরাগ। তাই তিনি সংস্কৃতে এমন অনন্যসাধারণ ব্যুৎপত্তি লাভ ক'রেছেন। সুতরাং সংস্কৃত চর্চার মূল্য যতখানি সহৃদয়তার সহিত তিনি চিন্তা ক'র্‌বেন, অন্যে তা ক'র্‌বেন না। কাজেই সংস্কৃত চর্চার সপক্ষে তিনি যতখানি সুন্দর ক'রে বল্‌তে পার্‌বেন, অন্যে তা পার্‌বেন না। তাই মনে হয়, তাঁর এই নিবন্ধ এত হৃদয়গ্রাহী হ'য়েছে।

সংক্ষেপে তাঁর প্রতিপাদ্য হ'ল আমাদের দেশে উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষায় সংস্কৃতের স্থান আবশ্যিক ভাবে থাকা উচিত। তার সপক্ষে যুক্তিগুলি প্রয়োগ করবার আগে তিনি স্বাধীনতা-পূর্ব যুগে যে উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষায় সংস্কৃত বা তৎসম অন্য প্রাচীন ভাষা অবশ্য পাঠ্য ছিল, তা' স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন। তারপর স্বাধীন-উত্তর যুগে তাকে সেই সম্মানিত স্থানে অধিষ্ঠিত রাখবার জন্য বিভিন্ন মহলে যে চেষ্টা হ'য়েছে, তার সংক্ষিপ্ত ইতিহাস দিয়েছেন। সে চেষ্টা কিন্তু সংস্কৃতের পদচ্যুতি নিবারণ করতে পারেনি। বর্তমানে তা উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষায় আবশ্যিক

বিষয় নয়, ঐচ্ছিক বিষয়। তিনি এই অবস্থার পরিবর্তন ঘটাতে চান। তাঁর প্রস্তাব হ'ল, মাধ্যমিক এবং উচ্চ মাধ্যমিক উভয় স্তরেরই পঞ্চম শ্রেণী হ'তে একাদশ শ্রেণী পর্য্যন্ত তাকে অবশ্য পাঠ্য করা উচিত।

এই প্রস্তাবের সপক্ষে তিনি যত কিছু সম্ভাব্য যুক্তি প্রয়োগ করেছেন। দেশাত্মবোধ বিকশিত করতে, ধর্ম ও নীতিশিক্ষায়, মাতৃভাষায় ব্যুৎপত্তি লাভে, জাতীয় সংহতি সাধনে এবং অন্যভাবে সংস্কৃত সাহিত্য চর্চা কেমন সহায়তা করতে পারে, বলেছেন। এদের কতকগুলি যুক্তি যে খুবই প্রবল, তাতে দ্বিতীয় মত থাকার অবকাশ নেই।

এই প্রসঙ্গে দুটি যুক্তি নিয়ে একটু বিস্তারিত আলোচনা করা যেতে পারে। প্রাচীন সাহিত্যগুলির মধ্যে সংস্কৃত সাহিত্যের স্থান অনন্যসাধারণ। তার সাহিত্য, তার দর্শন যুগ যুগ ধ'রে সকল ভারতবাসীর হৃদয়কে মুগ্ধ করেছে, পৃথিবীর সকল মানুষের শ্রদ্ধা অর্জন ক'রেছে। তাই সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্য সকল ভারতবাসীর অমূল্য সম্পদ হিসাবে পরিগণিত হয়। উত্তরে কাশ্মীর হতে দক্ষিণে কন্যাকুমারী, পূর্বে আসাম হ'তে পশ্চিমে পাঞ্জাব পর্যন্ত সকল দেশের মানুষের মধ্যে এই সংস্কৃত ভাষাই ঐক্য স্থাপন করেছে। সমগ্র ভারত ব্যেপে সংস্কৃত চর্চার প্রসার হ'লে সে ঐক্যবোধ আরও শক্তিমান হ'য়ে উঠ্বে। সুতরাং জাতীয় সংহতি বিধানে তার কার্যকারিতা অনস্বীকার্য।

আজকাল মাতৃভাষায় উচ্চ শিক্ষা দানের ব্যবস্থার প্রতি আমাদের আগ্রহ বেড়েছে। সেটা খুবই যুক্তিসঙ্গত। শিক্ষার অন্যতম উদ্দেশ্য হ'ল মনের ভাব প্রকাশের ক্ষমতা অর্জন করা। তা মাতৃভাষায় যেমন সহজে সম্পাদিত হয়, অন্য ভাষায় হয় না। কিন্তু আমাদের অনেকেরই নজরে পড়ে না যে, মাতৃভাষায় ব্যুৎপত্তি লাভ করতে আমাদের সংস্কৃত ভাষায় অধিকার অর্জন করা প্রয়োজন। সে কথাটা প্রাতঃস্মরণীয় ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয় ভাল করে বুঝেছিলেন। সেই কারণে তিনি বাংলা ভাষার সহিত সংস্কৃত ভাষার চর্চার বিশেষ ব্যবস্থা

ক'রেছিলেন। সংস্কৃতে অধিকার স্থাপনকে সহজ করার জন্যই তিনি উপক্রমণিকা ও ব্যাকরণকৌমুদী রচনা ক'রেছিলেন। তাঁর এই প্রচেষ্টার ফলেই বর্তমান বাংলার সাহিত্যিক ভাষা জন্মলাভ করে। এই কারণেই অন্য ভারতীয় ভাষা অপেক্ষা তার ভাবপ্রকাশের ক্ষমতা অধিক। সেই কারণেও সংস্কৃত সাহিত্যের চর্চার প্রয়োজন আছে। শুধু মা নয়, দিদিমার সঙ্গেও সম্পর্ক রক্ষা করার প্রয়োজন আছে।

সুতরাং সংস্কৃত চর্চার প্রয়োজনীয়তা স্বীকার না ক'রে উপায় নেই। আপত্তি উঠ্‌তে পারে তাকে বর্তমান পাঠক্রমের সংগে কতখানি খাপ খাইয়ে নেওয়া যেতে পারে। সুতরাং প্রশ্ন হ'ল ছাত্রের বহনের ক্ষমতা অতিক্রম না ক'রে সংস্কৃত চর্চার কতখানি স্থান করে দেওয়া যেতে পারে। যারা মানবিকতা চর্চা করবে, তাদের সংস্কৃত অনায়াসেই পাঠ্য হতে পারে। যারা বিজ্ঞান পড়্‌বে বা প্রযুক্তি বিদ্যাব চর্চা কর্‌বে তারাও কি প'ড়বে না? আমার তো মনে হয় প'ড়লেই ভাল হয়। এমন কি হিন্দী ভাল করে না শিখেও পড়া উচিত। লেখক মোটামুটি সেই কথাই বলেছেন। কেউ তা গ্রহণ করবেন, কেউ হয়ত করবেন না। তবে এই পুস্তিকা এই বিষয়টি সম্বন্ধে তাঁদের যে যতখানি সম্ভব সচেতন করবে তাতে সন্দেহ নেই। এখানেই তাব সার্থকতা।

হিরণ্ময় বন্দ্যোপাধ্যায়

সূচীপত্র

জনশিক্ষা ও সংস্কৃত

জনশিক্ষা ও সংস্কৃত

প্রস্তাবনা

"জ্ঞানেন হীনাঃ পশুভিঃ সমানাঃ"—ভারতে দীর্ঘকালের প্রচলিত প্রবাদ। তাই দৈহিক সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের প্রাচুর্য-বিধানের সঙ্গে সঙ্গে জনগণকে জ্ঞানের আলোকে আলোকিত ক'রে তোলাই হ'ল কল্যাণ-রাষ্ট্রের লক্ষ্য। জ্ঞানদীপ্ত, সমুন্নত-চরিত্র নাগরিকই হ'ল রাষ্ট্রের শ্রেষ্ঠ সম্পদ। বিশেষতঃ, যে দেশের সরকার মনীষী লিংকনের সূত্রানুসারে "Government of the people, by the people, for the people," সেই দেশে সুশিক্ষিত মানুষেরই প্রয়োজন সর্বাগ্রে। স্বাধীনোত্তর ভারতে সেই জন্যে শিক্ষাবিষয়ে বহু পরীক্ষা-নিরীক্ষা ক্রমাগতই চ'লেছে। শিক্ষাব্যবস্থাকে সর্বজনীন ক'রে তোলা এবং তার মানের (standard) যথাযথ উন্নতিসাধন হচ্ছে এই পরীক্ষা-নিরীক্ষার উদ্দেশ্য। শিক্ষার মানোন্নয়নের জন্যেই শিক্ষণীয় বিষয়গুলিরও পুনর্বিন্যাসের প্রয়োজন আজ দেখা দিয়েছে। সাধারণতঃ, মাধ্যমিক শিক্ষাকে সর্বজনীন শিক্ষায় পরিণত ক'রে তোলা আমাদের উদ্দেশ্য। মোটামুটি শিক্ষিত মানুষ হিসাবে পরিগণিত হ'তে হ'লে বর্তমানে সবাইকে অন্ততঃ উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হ'তে হবে। তারপরে, প্রবণতা অনুসারে এবং প্রয়োজনীয়তা বিচার ক'রে বিভিন্ন বিষয়ে উচ্চতর শিক্ষাগ্রহণের জন্য স্ব স্ব রুচি অনুযায়ী নরনারী যে যেদিকে ইচ্ছা অগ্রসর হ'তে পারেন। তাই উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ের শিক্ষাকে মোটামুটি বর্তমানে মান ধরা হয় ব'লে তাতে বিবিধ বিষয়ের সঙ্গে প্রাচীনভাষা তথা সংস্কৃতের স্থান কিরূপ হওয়া উচিত, তাই বর্তমান গ্রন্থে আলোচ্য।

বৃটিশশাসনে সংস্কৃতশিক্ষা

ভারতবর্ষে অধুনাপ্রচলিত শিক্ষা ব্যবস্থার শুরু উনিশ শতকের গোড়ায়। ১৮৩৫ খৃষ্টাব্দে লর্ড মেকলের প্রস্তাবানুসারে আমাদের দেশে ইংরেজী বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হ'ল। এই বিদ্যালয়গুলিতে শিক্ষার উদ্দেশ্য হ'য়ে ছিলো জ্ঞানের উদ্বোধন নয়, মনুষ্যত্বের প্রতিষ্ঠা নয়, জীবনকে বিকশিত করা নয়, ইংরেজ সরকারের দপ্তরে নিম্নপদস্থ কর্মচারী হবার যোগ্যতা জন্মানো। ১৮৪৪ খৃষ্টাব্দে লর্ড হার্ডিঞ্জ ঘোষণা ক'রলেন যে সরকারী কর্মচারী পদে এই ইংরেজী স্কুলে শিক্ষিত ব্যক্তিদেরই অগ্রাধিকার দেওয়া হবে। ১৯৫২-৫৩ সালে স্যার আর্কট্ লক্ষ্মণস্বামী মুদালিয়ারের নেতৃত্বে ভারত সরকার কর্তৃক গঠিত "Secondary Education Commission"-র রিপোর্টের দশম পৃষ্ঠায় এই প্রসঙ্গে বলা হয়েছে—"The education imparted in these schools became a passport for entrance into Government services. This was mainly due to the proclamation issued by Lord Hardinge in 1844 that for service in public offices preference should be given to those who were educated in English Schools. *In consequence thereof education was imparted with the limited object of preparing pupils to join the service and not for life.*"

ফলে, কেবলমাত্র একচোখো নীতিতে শুধু ইংরেজী বিদ্যার জন্যেই সরকার সমুদয় অর্থ ব্যয় ক'রতে লাগলো। এবং তাও মানুষ গড়ার জন্য নয়, কেবলমাত্র পূর্বোক্ত সীমিত উদ্দেশ্যে—"to join the service।" ঊনবিংশ শতকের প্রারম্ভেই লর্ড বেন্টিংকের শাসনকালে এই কথাই বলা হয়েছে সরকারী "communique" এ—

"The great object of the British Government ought to be the promotion of European Literature

and Science among the natives of India and all the funds appropriated for the purpose of education would be best employed *on English education alone*." এখানে লক্ষ্যণীয় যে পূর্ণাংগ শিক্ষার কথা না ব'লে বলা হ'য়েছে English Education alone।

ইংরেজের হীন অনুকৃতিতে শিক্ষিত ব্যক্তিদের নিপুণ ক'রে তোলাই ছিল তাঁদের উদ্দেশ্য। লর্ড মেকলের ১৮৩৫-এর বিখ্যাত "Minute"এ তাই এমন মানুষই তৈরী করার নির্দেশ রয়েছে, যারা হবে "a class of persons, Indian in blood and colour; but English in taste, in opinions, in morals and in intellect." স্বাধীনোত্তর ভারতে শিক্ষিত জনসাধারণের অধিকাংশেরই বহিরঙ্গ জীবনে এই কথাই কি সত্য হ'য়ে ওঠেনি ?

স্বাধীন ভারতে বাংলাদেশে সংস্কৃত শিক্ষা

কিন্তু, এই পরিস্থিতিতেও পরাধীন ভারতে গোড়ার দিকে এফ্-এ পর্যন্ত সংস্কৃত অবশ্যপাঠ্য ছিল। তারপরে আমাদের স্বাধীনতার পূর্বে প্রবেশিকামান পর্যন্ত সংস্কৃত সকলকেই অবশ্যপাঠ্য হিসাবে গ্রহণ ক'রতে হ'ত। তদুপরি অতিরিক্ত বিষয়রূপেও সংস্কৃত আবার নেওয়া যেতো। কালক্রমে স্বাধীনোত্তর ভারতে বাংলার "মধ্যশিক্ষা পর্ষৎ"

সংস্কৃতকে একটি পরিপূর্ণ ঐচ্ছিক বিষয়ে পরিণত ক'রে হিন্দীকে সংস্কৃতের বিকল্পরূপে গ্রহণের সুযোগ দান করেন। ফলে বাংলা দেশে স্কুল থেকে সংস্কৃত শিক্ষা সমূলে উৎখাত হ'তে চ'ল্‌ল দেখে দেশের মহতী বিনষ্টি আশংকা ক'রে সংস্কৃতকে অবশ্য-পাঠ্য করার আবেদন নিয়ে সুবিখ্যাত চিকিৎসক ডাঃ নলিনীরঞ্জন সেনগুপ্ত, অবসর-প্রাপ্ত আই-সি-এস্ শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ মোদক, ব্যবহারজীবী শ্রীনির্মলচন্দ্র দাশগুপ্ত এবং বর্তমান লেখক তৎকালীন "মধ্যশিক্ষা পর্ষদের" প্রশাসক ডঃ শিশিরকুমার মিত্রের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে দীর্ঘ আলোচনা করেন। আলোচনান্তে ডঃ মিত্র সংস্কৃতকে অবশ্যপাঠ্য করা নিয়ে সমর্থন জানিয়েও ব'ল্‌লেন যে "মধ্যশিক্ষা আইন" অনুসারে এই ভাষাশিক্ষার পুনর্বিন্যাসে কিছুই করার ক্ষমতা পর্ষদের হাতে নেই, আছে সরকারের হাতে। তার পরে ঐ ব্যক্তিবর্গ আবার তৎকালীন শিক্ষামন্ত্রী শ্রীযুক্ত রায় হরেন্দ্রনাথ চৌধুরীর সঙ্গে সাক্ষাৎ ক'রে এই নিয়ে আবেদন জানান। এদিকে সংস্কৃত সাহিত্য পরিষৎ এবং অখিল ভারত সংস্কৃত রাষ্ট্রভাষা সম্মেলন এই বিষয়ে দেশে আন্দোলন সৃষ্টি করে। একটিমাত্র ইংরেজী সংবাদপত্র ব্যতীত প্রায় সকল ইংরেজী ও বাংলা দৈনিকই সংস্কৃতকে অবশ্যপাঠ্য করার আবেদন সমর্থন করে। ফলে ১৯৬০ খৃষ্টাব্দের ২১শে জানুয়ারী ২৪৩নং (শিক্ষা) সরকারী প্রস্তাবানুসারে তেরো জন বিদগ্ধ শিক্ষা-ব্রতীকে নিয়ে মধ্যশিক্ষায় ভাষার পুনর্বিন্যাসের জন্য একটি কমিটি গঠিত হয়। তাতে সভাপতি-রূপে ছিলেন ডঃ শম্ভুনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় এবং সদস্যরূপে ছিলেন ডঃ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, বিজ্ঞানাচার্য সত্যেনাথ বসু, ৺ বৈজ্ঞানিক ডঃ শিশিরকুমার মিত্র, ডঃ শ্রীকুমার বন্দোপাধ্যায়, অধ্যক্ষ অমিয়চরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, ৺ডঃ শশিভূষণ দাসগুপ্ত, ৺অধ্যক্ষ অনাথনাথ বসু, অধ্যক্ষ ডঃ গৌরীনাথ শাস্ত্রী, অধ্যক্ষ ডঃ জে. সি. দাশগুপ্ত, শ্রীবীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী, শ্রীজ্যোতির্বিকাশ মিত্র এবং শ্রীবিনয়কৃষ্ণ নিয়োগী। এই

কমিটিতে বৈজ্ঞানিক, গাণিতিক, আইনজ্ঞ, ভাষাবিদ্, শিক্ষাতাত্ত্বিক এবং প্রধানশিক্ষক প্রভৃতি সর্ব বিষয়েরই মুখ্য-পুরুষেরা ছিলেন। তাঁদের অধিকাংশ নয় জনের সিদ্ধান্তানুসারে এই ছিল ব্যবস্থা—

(১) বাংলা—১ম হ'তে ১১শ শ্রেণী পর্যন্ত সকল শাখাতেই অবশ্যপাঠ্য।

(২) ইংরেজী—৩য় হ'তে ১১শ শ্রেণী পর্যন্ত সকল শাখাতেই অবশ্যপাঠ্য।

(৩) সংস্কৃত অথবা অন্য যে কোন প্রাচীন ভাষা—৫ম হ'তে ৮ম শ্রেণী পর্যন্ত অবশ্যপাঠ্য, তারপরে শুধু মানবিক-বিদ্যাশাখায় ৯ম হ'তে ১১শ শ্রেণী পর্যন্ত ইলেক্‌টিভ্ বিষয়রূপে অবশ্যপাঠ্য। বিজ্ঞান, বাণিজ্যাদি শাখায় ঐচ্ছিক।

(৪) হিন্দী—৮ম শ্রেণীতে মৌখিকরূপে অবশ্যপাঠ্য। পরে ঐচ্ছিক।

কিন্তু, বিজ্ঞানাচার্য সত্যেন্দ্রনাথ বসু, বাংলাভাষার প্রখ্যাত আচার্য ৺ডঃ শশিভূষণ দাশগুপ্ত, ৺ডঃ শিশিরকুমার মিত্র এবং ৺অধ্যক্ষ অনাথ নাথ বসু সংস্কৃতকে মানবিকবিদ্যায়ও অবশ্যপাঠ্য করার বিরুদ্ধে অভিমত প্রকাশ করেন। কিন্তু, পূর্বোল্লিখিত সিদ্ধান্ত অধিকাংশ সদস্যের অভিমত (১৩ জনের মধ্যে ৯ জনের) ব'লে তাই প্রচলিত করার নির্দেশ দান করেন সরকার। রাজ্যপালের স্বাক্ষরে এই নির্দেশ গেজেটে প্রকাশিত হওয়ামাত্র পর্ষৎ-প্রশাসক ডঃ মিত্র ভাষাশিক্ষাবিষয়ে সরকারী ক্ষমতার বৈধতার প্রতিবাদ করেন। যদিও কমিটির সদস্যপদ স্বীকারকালে কিংবা Note of Dissent দেবার সময়ে এই প্রশ্ন তিনি উত্থাপন করেন্‌নি। বরঞ্চ, গোড়াব দিকে তিনিই বলেছিলেন যে এই বিষয়ে পর্ষদের কোন ক্ষমতা নেই, রয়েছে সরকারের। কিন্তু এখন তিনি বললেন, এই বিষয়ে ক্ষমতা রয়েছে পর্ষদেরই, সরকারের নয়। ফলে

এই অচলাবস্থার অবসানের জন্য তৎকালীন শিক্ষামন্ত্রীর অনুমতিক্রমে বর্তমান লেখক ও পূর্বোক্ত ব্যক্তিগণ তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রীর হস্তক্ষেপ প্রার্থনা করেন। তখন ৺ডঃ বিধানচন্দ্র রায় এই বিষয়ে আলোচনার্থ ভাষাচার্য সুনীতিকুমার, ডঃ মিত্র, পূর্বোক্ত ডঃ নলিনীরঞ্জন সেনগুপ্ত, শ্রীনির্মলচন্দ্র দাশগুপ্ত, শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ মোদক, শ্রীমনোরঞ্জন সেনগুপ্ত, পণ্ডিত শ্রীজীব ন্যায়তীর্থ এবং বর্তমান লেখককে আহ্বান করেন। সুদীর্ঘ আলোচনায় নিম্নলিখিত সিদ্ধান্তে আমরা উপনীত হই এবং সরকারী নির্দেশে তাই বর্তমানে প্রচলিত হয়েছে—

(১) বাংলা—সকল শাখায় ১ম হ'তে ১১শ শ্রেণী পর্যন্ত।

(২) ইংরেজী—সকল শাখায় ৩য় হ'তে ১১শ শ্রেণী পর্যন্ত।

(৩) সংস্কৃত (অথবা অন্য কোন প্রাচীন ভাষা)—৮ম শ্রেণীতে সকলের জন্য এবং মানবিকবিদ্যা শাখায় ৯ম হ'তে ১১শ শ্রেণী পর্যন্ত।

(৪) হিন্দী—সকলের জন্য ৭ম এবং ৮ম শ্রেণীতে।

এতে কেবলমাত্র ৮ম শ্রেণীতে বিজ্ঞান ও বাণিজ্যশাখাদির ছাত্রেরা সংস্কৃত প'ড়্ছে। পূর্বে তাদেরও ৪ বৎসর সংস্কৃত প'ড়্তে হ'ত। মানবিক বিদ্যার ছাত্রেরাই শুধু এখন ৮ম হ'তে ১১শ পর্যন্ত ৪ বৎসর সংস্কৃত প'ড়্ছে।

সংস্কৃতকে শিক্ষাব্যবস্থায় এইটুকু স্থান দিতেও বাংলার বহু শিক্ষাব্রতী এবং নেতা আজ রাজী নন। পরাধীন ভারতের শিক্ষাব্যবস্থায় সংস্কৃতের যে স্থান ছিল, স্বাধীন ভারতে বিশেষতঃ বাংলা দেশে আজ তাও নেই। এই প্রসঙ্গে ভারত সরকার কর্তৃক নিযুক্ত ভাষাচার্য সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে গঠিত "Sanskrit Commission" ('56—'57) এর ৭ম পৃষ্ঠার কথাগুলো বিশেষভাবে আলোচনীয়—"Since the attainment of independence, the country as a whole

has been undergoing an all-round regeneration, and the Government have gone all out to explore the channels through which they could help the growth and consolidation of thc nation. It cannot be forgotten, as Rajyapal Sri Sriprakash said that in the struggle for freedom which this nation waged, it was inspired and sustained by a sense of it's great heritage and an ardent desire to come into it's own and regain the glory that had been eclipsed by alien domination. The dawn of independence has been looked up to by the nation as the begining of cultural rehabilitation of the country. In the fields of arts and letters, several concrete steps have been taken by the Government. And Sanskrit, being the bed-rock of Indian speech and literature and artistic and cultural heritage of the couutry, has been naturally looking forward to the Government, all these years, for measures for its rehabilitation. This Commission, in the course of it's tours, could see a feeling of regret and disappointment among the people that, while no positive steps been taken for helping Sanskrit, the measures undertaken in respect of other languages has had adverse repercussions on it. *The ultimate result of this has been that Sanskrit has not been allowed to enjoy even the status and facilities it had under the British Raj*".

বর্তমান ভারতে, বিশেষ ক'রে বাংলাদেশে এই শোচনীয় পট-ভূমিকায় শিক্ষাব্যবস্থায় সংস্কৃত শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা এবং মূল্যায়ন পুনর্বিবেচ্য। সর্বাঙ্গীণ এবং সর্বজনীন শিক্ষাবিস্তারে দূরপ্রসারী দৃষ্টি

নিয়ে আলোচনা ক'র্‌তে হবে। আমাদের রাজনৈতিক এবং সাংস্কৃতিক জীবনের নবোত্থিত সমস্যাবলীর প্ররিপ্রেক্ষিতে প্রাচীন ভাষা তথা সংস্কৃত শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা যাচাই ক'রে গ্রহণ ক'র্‌তে হবে নতুন সিদ্ধান্ত। আপাতোদ্ভূত সমস্যার তাড়নায় দিশেহারা না হ'য়ে শিক্ষার মূল আদর্শকে স্থির রেখে জীবনকে সত্যের দৃঢ় ভূমিতে প্রতিষ্ঠিত ক'রে শিব-সুন্দরের মহিমায় উজ্জ্বল ক'রে তুলতে হবে। সমুন্নত জীবনের জন্য প্রয়োজন যে সমুন্নত শিক্ষাব্যবস্থা, তাতে সাধারণ ভাবে প্রাচীন ভাষা শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা বিশ্লেষণ ক'রে আমাদের পক্ষে সংস্কৃতের অপরিহার্যতা আলোচনা করা যাক।

শিক্ষাব্যবস্থায় প্রাচীন ভাষা

সুদূর অতীতে ভারতের শান্তরসাস্পদ তপোবনে ঋষিকণ্ঠে উদ্‌গীত হয়েছিল মানবের বন্দনা—"শৃণ্বন্তু বিশ্বে অমৃতস্য পুত্রাঃ"। অমৃতময় পূর্ণব্রহ্মের সন্তানরূপে মানুষ পূর্ণতার ঐতিহ্যকে উত্তরাধিকারসূত্রে নিজের জীবনে বহন ক'রে চ'লেছে। কিন্তু, যথোচিত শিক্ষার অভাবে জ্ঞানের ঊনতার জন্য সেই পূর্ণতা সাধারণতঃ তার জীবনে প্রসুপ্ত হ'য়ে থাকে। সেই প্রসুপ্ত পূর্ণতার উদ্বোধন তথা মানব-প্রতিভার সর্বাঙ্গীণ বিকাশ-সাধন হ'চ্ছে শিক্ষার মূলীভূত উদ্দেশ্য। ভারতের

নবজাগৃতির অন্যতম পুরোধা স্বামী বিবেকানন্দ এই প্রসঙ্গে ব'লেছেন—"Education is the manifestation of the perfection already in man." তাই, শিক্ষাব্যবস্থায় **জীবনধারণের** বিষয়-গুলির সঙ্গে **জীবনগঠনের** উপাদানসমূহের সমন্বয়সাধন একান্ত প্রয়োজন। শিক্ষা হওয়া উচিত যুগপদ্ ভাবেই formative এবং informative। বিখ্যাত মনীষী কার্ল্ মার্ক্স্ ১৮৬৭ সালে জেনেভায় প্রথম আন্তর্জাতিক অধিবেশনে একটি প্রস্তাবে শিক্ষার ত্রিধারাকেই নিয়ে পরিপূর্ণ শিক্ষা প্রবর্ত্তনের কথা বলেছিলেন। তাঁর মতে প্রথম ধারাটিই হ'ল মানসোৎকর্ষ সাধনের শিক্ষা। তিনি ব'লেছেন—

"By education we mean three things; first, mental education; second, physical training as given in schools of gymnastics and military trainings and third, technical education.....শিক্ষাব্যবস্থায় গোড়ার দিকে এই সমন্বয়ের আদর্শ পরিত্যক্ত হ'লে শিক্ষা হবে অসম্পূর্ণ। সেই জন্য শিক্ষার পূর্ণতা সাধনের দিক থেকে মাধ্যমিক শিক্ষার পাঠক্রমে মানসোৎকর্ষসহায়িকা প্রাচীন ভাষা শিক্ষার অপরিহার্যতা স্বীকার না ক'রে পারা যায় না।

অতীতের বুকেই বর্তমানের প্রতিষ্ঠা। ভিত্তিকে বর্জ্জন ক'রে সৌধের নির্মাণ এবং উন্নয়ন কখনো সম্ভব নয়। অতীতের সুদৃঢ় ভিত্তির ওপরই বর্তমানকে প্রতিষ্ঠিত ক'রলে ভবিষ্যৎ অগ্রগতির প্রসার হবে সম্ভবপব। বর্তমানের মর্মমূল যদি অতীতের রসভূমি হ'তে রসাহরণ না করে তবে সেই বর্তমান অচিরেই বিশুষ্ক হ'য়ে বিনষ্ট হ'য়ে যায়। আর তার ভবিষ্যৎ অগ্রগতিও হয় স্তব্ধ। তাই, বিজ্ঞানের বিস্ময়কর জয়যাত্রা এবং প্রযুক্তিবিদ্যার অপরিমেয় প্রসার সত্ত্বেও বর্তমান জীবনে প্রাচীন ভাষা এবং তদাশ্রিত সংস্কৃতির প্রভাব এবং প্রয়োজন বহু ক্ষেত্রে স্বীকৃত। সেইজন্য এই যান্ত্রিকযুগেও প্রাচীন ভাষাকে বর্জন

করার কোনো স্থায়ী প্রয়াস চিন্তাশীল চিত্তে আজো পরিলক্ষিত হয়নি। প্রাচীন ভাষা এবং সাহিত্য অতীতে বহু শতাব্দী ধ'রে মানব-জীবনকে সমৃদ্ধ ক'রেছে ; সর্বগ্রাসী কালের করাল আক্রমণকে উপেক্ষা ক'রেও বর্তমানের দুয়ারে এসে উপনীত হ'তে পেরেছে।

তার কারণ, মানব-মনীষার অন্যতম শ্রেষ্ঠ অবদান এই প্রাচীন ভাষা ও সাহিত্যের প্রয়োজন এবং আবেদন আজো শেষ হ'য়ে যায়নি। তত্ত্বের চিরন্তনত্ব, তথ্যের প্রাচুর্য এবং প্রকাশভঙ্গীর বৈশিষ্ট্যই প্রাচীন ভাষাকে বর্তমান জীবনেও সঞ্জীবিত ক'রে রেখেছে। সুদূর অতীতে ধরিত্রীর শৈশবেই প্রচীনভাষাকে আশ্রয় ক'রে মানব-প্রতিভার যে অতুলনীয় বিকাশ ঘটেছিল, তার কথা চিন্তা করলে বিস্মিত হ'তে হয়! জ্ঞানরাজ্যের সকল দিকেই পরিণত জ্ঞানের সাক্ষ্যবহ অসংখ গ্রন্থরাজির প্রাচীনভাষায় প্রকাশ ও প্রচার আমাদের পূর্বসূরীদের অপূর্ব মনন-শীলতাই সূচিত করে। প্রসঙ্গতঃ জনৈক বিদগ্ধ চিন্তাবিদের কথাগুলো স্মরণ করা যেতে পারে—"Our ideas of law, citizenship, freedom and empire, our poetry and prose literature ; our political, metaphysical, aesthetic and moral philosophy, indeed our organised rational pursuit of truth in all its non-experimental branches as well as a large and vital part of the religion which has won to itself so much of the civilised world, are rooted in the art or thought of that ancient civilisation." (A New Approach to Sanskrit, P. I.)

প্রাচীন সংস্কৃতির যাঁরা ছিলেন প্রধান প্রবক্তা, তাঁদের রচনাবলীর যথাযথ অনুশীলন হ'ল প্রাচীন ভাষা পাঠের ফলশ্রুতি। এই সকল গ্রন্থরাজি কেবলমাত্র প্রাচীন সংস্কৃতির ব্যাখ্যানেই পর্যবসিত হয়নি, অধিকন্তু মানবাত্মার মহিমা প্রকাশেও সার্থক হ'য়ে উঠেছে।

অষ্টাদশ শতকে ইউরোপে শিল্পবিপ্লব সংঘটিত হয়। ভূতবিদ্যার নব নব আবিষ্কার এবং নিত্য নতুন ভৌগোলিক পরিচয় মানুষের জীবনে তখন যুগান্তর আনয়ন করে। শিল্পবাণিজ্যের অভাবনীয় প্রসার, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক সংস্কারেব প্রাবল্য এবং সমাজতান্ত্রিক চিন্তাধারার বিকাশ মানুষের জীবনে এনে দিয়েছে এক বিরাট পরিবর্তন। ফলে, প্রাচীন ভাষা এবং আধুনিক বিজ্ঞান—সাধারণতঃ এই দুইটি ভিন্ন শাখায় আধুনিক শিক্ষাব্যবস্থাকে বিন্যস্ত কবা হয়। বর্তমান বৈজ্ঞানিক যুগ বিশেষভাবে বিজ্ঞানের দ্বারাই বিধৃত। তবুও প্রাচীন ভাষা স্বকীয় মহিমায় এখনো প্রতিষ্ঠিত এবং ভবিষ্যতেও প্রতিষ্ঠিত থাকবে। আজো শত শত বিদ্যার্থী এই প্রাচীন ভাষার প্রতি তীব্র আকর্ষণ অনুভব কবেন এবং তারই অনুশীলনে আত্মনিয়োগ ক'রে থাকেন।

বর্তমানে বৈজ্ঞানিক যুগে আধুনিক জ্ঞানবিজ্ঞানের সঙ্গে সঙ্গে প্রাচীন ভাষা শিক্ষার কোন প্রয়োজন আছে কিনা এই বিষয়ে বিতর্ক বর্তমান শিক্ষাজগৎকে আন্দোলিত ক'রে তুলেছে। এর পক্ষের এবং বিপক্ষের যুক্তিগুলি যথাযথ পর্যালোচনা ক'রে একটি স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া আজ একান্ত প্রয়োজন।

(ক) প্রথমতঃ, শিক্ষার উদ্দেশ্য বিদ্যার্থীর মধ্যে পূর্ণ মনুষ্যত্বের অভিব্যক্তি। তাহ'লে শিক্ষাব্যবস্থাকেও সর্বাঙ্গীণ এবং সম্পূর্ণ করা একান্ত প্রয়োজন। এই পূর্ণতার জন্য আবশ্যক আধুনিক জ্ঞানেব সঙ্গে সঙ্গে প্রাচীন ভাষায় বিধৃত মহনীয় ভাবধারারও পরিবেশন। জীবন-জিজ্ঞাসার মৌলিক উপাদানগুলি প্রাচীন হ'লেও বর্তমান জীবনেও যথেষ্ট প্রয়োজনীয়। সুতরাং, প্রাচীন ভাষা প্রতিটি মানুষের অবশ্য-শিক্ষণীয়। এর প্রতিবাদে কেউ কেউ বলেন যে প্রাচীন ভাবধারায় জ্ঞান-লাভের জন্যে প্রাচীন ভাষা শিক্ষার কোন প্রয়োজন নেই। আধুনিক ভাষায় অনুবাদের মাধ্যমেই তো প্রাচীন জ্ঞান অর্জন করা যায়।

তার উত্তরে বলা চলে অনুবাদ বিশিষ্ট জ্ঞানের পরোক্ষ রূপটিকেই পরিবেশন করে। অনুবাদ যতই মূলানুসারী হোক না কেন, মূলের পরিপূর্ণ পরিচয় এবং প্রভাব অনুবাদের মাধ্যমে কখনো পুংখানুপুংখ-রূপে পাওয়া যায় না। বিশেষ আধারে বস্তুর একটি স্বকীয় সুষমা এবং মহিমা প্রকাশিত হয়, যা যে-কোনো আধারে সম্ভব নয়। প্রাচীন ভাষার বিশেষ প্রকাশভঙ্গী এবং ব্যঞ্জনাসমৃদ্ধ শব্দরাশির সহায়তায় জ্ঞানের যে বিশিষ্ট রূপ এবং সৌন্দর্য উপভোগ করা চলে, তা অনুবাদের মাধ্যমে কখনো আস্বাদন করা যায় না। অনুবাদে সাহিত্যের মৌলিক সৌন্দর্য তিরোহিত হয়। মূলের বস অনুবাদে কখনো মেলেনা—রসিকজনের কাছে এই সত্য একান্ত প্রত্যক্ষ। সুতরাং সুষ্ঠুভাবে প্রাচীন জ্ঞানলাভের জন্য প্রাচীন ভাষা শিক্ষা অবশ্যপ্রয়োজনীয়।

(খ) জীবনের বর্তমান চাহিদা এত প্রবল এবং প্রত্যক্ষ যে তাতে প্রাচীন ভাষা শিক্ষায় বৃথা শক্তিক্ষয় না ক'রে বর্তমানের বিজ্ঞান, প্রযুক্তি-বিদ্যা এবং নাগরিকতাবোধাদির শিক্ষায় মানুষের প্রবৃত্ত হওয়া উচিত। "অতীতের ভাষা অপেক্ষা বর্তমানের জীবন অনেক বেশী প্রয়োজনীয়।" এই মতবাদ যাঁরা প্রচার কবেন, তাঁদের স্মরণ করিয়ে দেওয়া যেতে পারে যে অতীতেরই সৃষ্টি বর্তমান। মৃত্তিকা থেকে যতক্ষণ রস আহরণ করে ততক্ষণই বৃক্ষের হয় বিবর্ধন। মৃত্তিকার সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন ক'র্‌লে বিশাল বনস্পতিও সমূলে হয় উৎপাটিত। সুতরাং, বর্তমানকে সমৃদ্ধ ক'র্‌তে হ'লে অতীতের জ্ঞানভূমি হ'তে সঞ্জীবন-রস আহরণ ক'র্‌তে হবে। অতীতের অভিজ্ঞতার আলোকে ভবিষ্যতের অগ্রগতি হবে পরিণত এবং ত্বরান্বিত।

(গ) প্রাচীন ভাষা বহুবিধ জ্ঞানের আকর। এমন কি বর্তমানের বিজ্ঞান, তর্কশাস্ত্র, রাজনীতি, আইন, চিকিৎসাবিজ্ঞান, জ্যোতির্বিদ্যা, শব্দশাস্ত্র, দর্শন, ভাষাবিজ্ঞান, ইতিহাস প্রভৃতি সুষ্ঠুভাবে জানতে গেলে

প্রাচীন ভাষা শিক্ষার যথেষ্ট প্রয়োজন রয়েছে। এই সব বিবিধ বিদ্যার মর্মমূল প্রোথিত হ'য়ে আছে প্রাচীন ভাষার সনাতন ভূমিতে। এই বিষয়ে জে. বি. এস্ হ্যালডেন, ওপেনহাইমার, আচার্য জগদীশচন্দ্র বসু, আচার্য চন্দ্রশেখর বেংকট রমণ, আচার্য কে. এস্. কৃষ্ণন্ প্রভৃতি বরেণ্য বিজ্ঞানসাধকের অনুশাসন উল্লেখনীয়। আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র এককালের প্রেসিডেন্সী কলেজের মেধাবী ছাত্র এবং পরবর্তীকালের ভারতরাষ্ট্রপতি ডাঃ রাজেন্দ্রপ্রসাদকে বলেছিলেন—"বাল্যকালে সংস্কৃত পড়নি, রাজেন ? তোমরা একেবারে degenerated। সংস্কৃতের মত বৈজ্ঞানিক ভাষা জগতে আর নাই। সংস্কৃতই তো বিশ্বের প্রাণ। সংস্কৃতের এক একটি শব্দ মানুষকে অনেক আবিষ্কারের দিকে প্রবৃত্ত করতে পারে।" প্রসংগত উল্লেখনীয় এই যে এখনো প্রতীচ্যে চিকিৎসাবিদ্যার সমুচ্চ পাঠক্রম "এফ্-আর্-সি-এস্" এ একটি প্রাচীন ভাষা অবশ্যপাঠ্যরূপে গ্রহণ কর্তে হয়।

(ঘ) আধুনিক ভাষাসমূহের জননী হচ্ছে প্রাচীন ভাষা। সুতরাং আধুনিক ভাষায় পরিণত জ্ঞানলাভের জন্য প্রাচীন ভাষা শিক্ষা অপরিহার্য। নব নব ভাবের প্রকাশার্থে নতুন নতুন শব্দ চয়ন এবং গঠন করার জন্য প্রাচীনভাষায় জ্ঞান থাকা একান্ত প্রয়োজন।

(ঙ) প্রাচীনভাষার ব্যাকরণ বৈজ্ঞানিক ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত। প্রাচীনভাষা শিক্ষার মাধ্যমে মানসিক শৃংখলাও মানুষ অধিগত ক'রে থাকে সেই কারণে

· আধুনিক পদ্ধতিতে কিঞ্চিৎ পরিবর্তিতরূপে যদি প্রাচীনভাষা শিক্ষা দেওয়া হয়, তাহ'লে স্বল্প সময়েই সুষ্ঠুভাবে প্রাচীনভাষা শিক্ষা ক'রে তার সাহিত্যের রসাস্বাদনে এবং প্রাচীন সংস্কৃতির মহিমা উদ্ঘাটনে বিদ্যার্থীরা সক্ষম হবেন। তাহ'লে সময় এবং শক্তির অপচয়ের যুক্তি আর টিঁক্‌বে না।

(চ) কেউ কেউ বলেন যে প্রাচীনভাষা শিক্ষার দ্বারা মানুষের দৃষ্টি শুধু অতীতাশ্রয়ী হবে। কুসংস্কারের দ্বারা আচ্ছন্ন হ'য়ে সংকীর্ণ দৃষ্টিভঙ্গীর পরিচয় দেবে বিদ্যার্থী। কিন্তু, সেকথা ঠিক নয়। উদা' দৃষ্টিতে অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ এই ত্রিকালই সমভাবে বিধৃত থাকবে। বিশেষ ক'রে অতীতভাষায় জ্ঞানলাভ কর্'লে, তার মাধ্যমে অতীতের জ্ঞানকে মূলধন ক'রে নিয়ে বর্তমানে ভবিষ্যৎ প্রগতিকে ত্বরান্বিত করা যাবে। মূলধন ব্যতীত বৈষয়িক উন্নতি যেমন কখনো সুকর নয়, তেমনি এক্ষেত্রেও তাই।

(ছ) সর্বোপরি, মানুষ তো কেবল দেহ নিয়েই নয়। দেহ এবং মন উভয় নিয়েই মানুষ। অধিকন্তু, মনের উৎকর্ষের জন্যই মানুষ ইতর-প্রাণী হ'তে শ্রেষ্ঠ। প্রযুক্তিবিদ্যা এবং বিজ্ঞান-শিক্ষার দ্বারা মানুষের দৈহিক সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের ব্যবস্থা চূড়ান্তভাবে সম্ভব। মানসিক উৎকর্ষের উপাদানগুলো অধিকতরভাবে মেলে প্রাচীনভাষা ও সাহিত্যে। মানসিক উৎকর্ষ সম্পাদিত হ'লেই দৈহিক সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য সুষ্ঠুভাবে উপভোগ করা চলে। সুতরাং যে মননের জন্যে মানুষ, সেই মননের বিকাশের জন্যে প্রাচীনভাষা শিক্ষার প্রয়োজন একান্ত অপরিহার্য।

(জ) তদুপরি অধ্যাত্ম-জীবনের উন্নয়ন, আন্তর্জাতিক মৈত্রীসাধন এবং সাংস্কৃতিক ঐক্যের প্রতিষ্ঠার জন্যেও এই প্রাচীন ভাষার অনুশীলন সর্বদা অপেক্ষিত। পৃথিবীর সকল ধর্মগ্রন্থই প্রাচীন ভাষায় রচিত। তাই ধর্ম সম্বন্ধে জ্ঞানলাভ এবং ধর্মজীবনের বিকাশসাধনে প্রাচীন ভাষা অপরিহার্য। প্রাচীনকালে বিভিন্ন সংস্কৃতির মধ্যে নানাভাবে যথেষ্ট সংযোগ ছিল। বর্তমানের বিভিন্ন সংস্কৃতি সেই সুপ্রাচীন সংস্কৃতি-সমষ্টিরই পরিবর্তিত রূপ। আজ জাতিগত, গোষ্ঠিগত এবং দেশগত অনৈক্যের যে বিষবাষ্প মানুষের মনের আকাশকে আচ্ছন্ন ক'রে ফেলেছে, তার নিরসনে প্রয়োজন সাংস্কৃতিক ঐক্যবোধের পুনঃপ্রতিষ্ঠা। প্রাচীন ভাষায় জ্ঞান লাভ করলে সকল সংস্কৃতির মূল উৎস এবং তার

বর্তমান বিকাশ জানতে পারা যাবে। প্রাচীন সাংস্কৃতিক মৈত্রীর অনুবর্তনে বর্তমান জীবনে সাংস্কৃতিক ঐক্য এবং মৈত্রী প্রতিষ্ঠার শুভবুদ্ধি মানুষের মনে জাগ্রত হবে। ফলে, প্রাচীন ভাষায় অনুশীলন বিশ্বসংকট-নিরসনে এক প্রয়োজনীয় ভূমিকা গ্রহণ ক'রে মানব-সভ্যতাকে অগ্রগতির পথে পরিচালিত ক'রবে।

ভারতীয় সংস্কৃতিতে সংস্কৃতের [illegible]

বিশ্বের সকল দেশেরই শিক্ষাক্ষেত্রে প্রাচীন ভাষার প্রয়োজন সাধারণভাবে আলোচনা ক'রে এখন ভারতবর্ষ তথা বাংলাদেশের দিকে দৃষ্টি ফেরানো যাক্। বঙ্গ-ভারতের প্রাচীনতম এবং সমৃদ্ধতম ভাষা হচ্ছে সংস্কৃত। অখণ্ড ভারতের সনাতন সংস্কৃতির চিরন্তনী ধাত্রী এই মধুময়ী দেবভাষা। উনবিংশ শতকে বাংলার নবজাগরণের ক্ষেত্রে অন্যতম শিক্ষানেতা বিদগ্ধ বৈদেশিক মনীষী স্যার হোরেস্ হেমান্ উইলসনের স্বরচিত সংস্কৃত-প্রশস্তিটি প্রসঙ্গতঃ মনে পড়ে।—

"ন জানে বিদ্যতে কিং তন্মাধুর্যমত্র সংস্কৃতে।
সর্বদৈব সমুন্মত্তা যেন বৈদেশিকা বয়ম্॥
যাবদ্ ভারতবর্ষং স্যাদ্ যাবদ্ বিন্ধ্য-হিমাচলৌ।
যাবদ্ গঙ্গা চ গোদা চ তাবদেব হি সংস্কৃতম্॥"

প্রতীচ্য জগতে বর্তমানে প্রাচীন ভাষা লাতিনের যে প্রভাব, ভারতবর্ষের বর্তমান জীবনে প্রাচীন ভাষা সংস্কৃতের প্রভাব তার চেয়ে অনেক বেশী। আমাদের মাতৃভাষার বারো আনা শব্দই সংস্কৃত-ভাষামূলক। উদাহরণস্বরূপে রবীন্দ্রসংগীতের একটি অংশ উদ্ধৃত করা যায়—

"অয়ি ভুবন-মনো-মোহিনি
অয়ি নির্মল-সূর্য-করোজ্জ্বল-ধরণি
জনক-জননী-জননি।
নীলসিন্ধু-জলধৌত-চরণতল
অনিল-বিকম্পিত-শ্যামল-অঞ্চল
অম্বর-চুম্বিত-ভাল-হিমাচল-
শুভ্র-তুষার-কিরীটিনী॥"

এই শ্রুতি-মধুর ভাবসমৃদ্ধ বাংলা গানটিকে একটি বিশুদ্ধ সংস্কৃত বাক্যও বলা চলে। প্রায় প্রতিটি ভারতীয় তার ধর্মীয়এবং সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানাদি উপলক্ষ্যে নিত্যই কিছু কিছু সংস্কৃত বাক্য পাঠ এবং শ্রবণ করেন। এই ভাবে আমাদের দৈনন্দিন জীবনে সংস্কৃতের ব্যবহার নানা রূপে এখনো বর্তমান। লাতিনের কিন্তু এই রকম নিবিড় সম্পর্ক বর্তমানের প্রতীচ্য জীবনের সঙ্গে নেই ব'ল্লেই চলে। তাই, **লাতিনের মত সংস্কৃত আমাদের জীবনে মৃতভাষা কখনও নয়। বরঞ্চ নিত্য ব্যবহারের দ্বারা সঞ্জীবিত।** সুতরাং, এই দেশের শিক্ষাক্ষেত্রে সংস্কৃত শিক্ষার প্রয়োজন প্রতীচ্য জগতে লাতিনের যে স্থান তার চেয়েও অধিকতর ভাবে স্বীকরণীয়।

আমাদের প্রাচীন সংস্কৃতির চিরকালের বাহন এই সংস্কৃত ভাষা। এই প্রসঙ্গে বিখ্যাত ফরাসী মনীষী ডঃ লুই রেণোর কথাটি স্মরণ করা যেতে পারে।—

"There is not a living culture without a living

tradition. If India is beloved and cherished among the elite of the West, it is on account of her traditional culture. And this culture is embedded above all in the treasures of Sanskrit. Sanskrit and India are inseparably connected inspite of all the transitory harangues of the politicians."

ভারতের প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি, চিন্তাশীল মনীষী ডঃ রাজেন্দ্রপ্রসাদ এই প্রসঙ্গে দৃঢ়ভাবে ব'লেছিলেন—

"Sanskrit is the language of Indian culture and inspiration, the language in which all her past greatness, her rich thought and her spiritual aspirations are enshrined.....Sanskrit has not only been the treasure-house of our past knowledge and achievements in the realm of thought and art, but it has also been the principal vehicle of our nation's aspirations and cultural traditions, besides being the source and inspirations of India's modern languages. For many centuries in the past Sanskrit provided the principal basis of the Unity of India. In that hoary past the whole country had more or less a common pattern of education, common rituals and common beliefs. It was Sanskrit that provided a common medium of expression and of literary effort."

মানবসভ্যতার অরুণোদয়ে মনীষা-সূর্যের প্রথম প্রকাশকে বিধৃত ক'রে রেখেছে সংস্কৃত ভাষা। সেই সুপ্রাচীন যুগে জ্ঞানসাধনার

বিভিন্ন ক্ষেত্রে ভারতীয় মনীষা যে অতুলনীয় ফসল ফলিয়েছিল, সংস্কৃত ভাষাই বর্তমান উত্তরাধিকারীদের নিকট সেই ফসল বহন ক'রে এনেছে। এতো বিপুল এবং বিচিত্র সৃষ্টি সংস্কৃতের মত আর কোনো ভাষায় হয়নি। জ্ঞানের সকল ধারাই এখানে পরিপুষ্ট হ'য়েছিল। ভারতবন্ধু, বিখ্যাত মনীষী আচার্য ম্যাক্স্মূলারের অভিমত এই বিষয়ে প্রণিধানযোগ্য।—

"Whatever sphere of the human mind you may select for your special study, whether it be language or religion or mythology or philosophy, whether it be laws or customs, primitive art or primitive science, everywhere you have to go to India, whether you like it or not, because some of the most valuable and instructive materials in the history of man are treasured up in India and in India only." (India : What it can teach us—Max Muller. P. 15)

সংস্কৃত ভাষায় লিখিত ভারতীয় আইনশাস্ত্র সম্বন্ধে পোল্যাণ্ডের জনৈক বিশিষ্ট আইনজ্ঞ ব'লেছেন—

"None can be compared with the Indian laws in exactness and versatility. I believe that no book so competent as Kautilya's Arthasastra was published in ancient times. No work on politics, administration, and law describes local conditions so well. This work alone is enough to invite the study of ancient India and to draw a man to this country for ever." (The times of India, August, 1941.)

আবার তুলনামূলক ব্যাকরণ, ভাষাবিজ্ঞান, তর্কবিদ্যা, দর্শনশাস্ত্র, অলংকার, রসায়ন, জ্যোতির্বিদ্যা, ফলিতজ্যোতিষ, বীজগণিত, জ্যামিতি, শারীরবিদ্যা, চিকিৎসাবিজ্ঞান, পশুবিজ্ঞান, পূর্তশাস্ত্র প্রভৃতি সকল বিষয়েই সংস্কৃত ভাষায় অসংখ্য গ্রন্থ রচিত হ'য়েছে। সুতরাং এই সকল বিষয়ে সর্বাঙ্গসুন্দর জ্ঞানলাভের জন্য সংস্কৃত ভাষায় জ্ঞান অর্জন অবশ্যই স্বীকরণীয়।

পাশ্চাত্য জীবনে লাতিনের যে প্রভাব তার চেয়েও সংস্কৃতের অধিকতর গভীর প্রভাব র'য়েছে আমাদের জীবনে। অথচ ইউরোপের শিক্ষাব্যবস্থায় লাতিনের স্থান আমাদের সংস্কৃতের চেয়ে অনেক বেশী। অক্স্ফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে সমাবর্তনাদি আনুষ্ঠানিক কর্মে লাতিনের পরিবর্তে ইংরেজী ব্যবহারের একটি প্রস্তাব এসেছিল ১৯৬৫ সালে। সেটি ১৫৪-২১ ভোটে নিরংকুশভাবে প্রত্যাখ্যাত হ'য়েছে। আমেরিকারও প্রায় বিশ্ববিদ্যালয়েই সমাবর্তনাদি লাতিনেই অনুষ্ঠিত হয়, ইংরেজীতে নয়। ইংলণ্ডের শিক্ষাব্যবস্থা পুনর্বিন্যাসের জন্য গঠিত "Norwood Commission"-এর সিদ্ধান্ত এই প্রসঙ্গে অনুধাবনীয়। যাঁরা লাতিনকে তুলে দেওয়ার পক্ষপাতী ছিলেন, তাঁদের অভিমতকে বিবেচনান্তে অগ্রাহ্য ক'রে এই কমিশন ব'লেছেন—

"We are not prepared to follow the lead of those reformers of the curriculum who would eject the study of the classics from the Secondary Grammar schools on the ground that their study is irrelevent to the purpose of modern society. We do not take the view that modern society purposes to turn it's back upon it's own English culture and to deny to succeeding generations one of the means of understanding themselves and their inherited traditions.

Unless a culture attains to and preserves self-knowledge, it's continuity is not assured.

We regard study of Latin as of fundamental impottance for University work in English, modern Languages and cognate subjects in History, Law, Philosophy and Theology."

আমাদের জীবনে সংস্কৃতের স্থান এর চেয়েও বেশী নয় কি? সুতরাং আমাদের শিক্ষাব্যবস্থায় আমাদের প্রাচীন ভাষা সংস্কৃতের একান্ত আবশ্যিকতা তথা অবশ্যপাঠ্যতা দূরদর্শী দৃষ্টিতে স্বীকার না ক'রে পারা যায় না।

দেশপ্রীতি ও সংস্কৃত

শিক্ষার অন্যতম উদ্দেশ্য হওয়া উচিত দেশপ্রেমের উদ্বোধন। মধ্যশিক্ষা গ্রহণকালে, যখন ছাত্রদের হৃদয় থাকে কোমল, তখনি তাদের চিত্তে দেশপ্রীতির বীজ বপন করা প্রয়োজন। এই সম্বন্ধে মুদালিয়র কমিশনের রিপোর্টে উল্লিখিত হ'য়েছে—

"Another important aim which the secondary school must foster is the development of a sense of

true patriotism. ......Through a proper orientation and presentation of the curriculum it can make the students appreciative and proud of what their country has achieved in literature and science, art and architecture, religion and philosphy, crafts and industries and other fields of human endeavour."

(Secondary Education Commission Report, Govt. of India. Page—28.)

অতীতযুগে ভারতীয় মনীষার সর্বাঙ্গীণ বিকাশ হয়েছিল সংস্কৃত ভাষার মাধ্যমেই। ওপরের বিষয়গুলিতে যথার্থ জ্ঞান লাভ ক'রতে হ'লে সংস্কৃত ভাষায় অধিকার সর্বাগ্রে অর্জন ক'র্তে হবে। সংস্কৃত ভাষায় জ্ঞানলাভ ক'রে অতীত ভারতের সত্যকারের মহনীয় রূপের পরিচয় পেলে, স্বতঃস্ফূর্তভাবেই ছাত্রদের দেশপ্রীতি উন্মেষিত হবে। সুতরাং, দেশপ্রেমের উদ্বোধনের জন্য সংস্কৃত ভাষায় জ্ঞানলাভ একান্ত অপরিহার্য।

যাঁরা দেশের নাড়ীর সংগে সংযোগ ছিন্ন ক'রে দিয়ে তথাকথিত প্রগতিশীল শিক্ষা প্রবর্তন ক'রে দেশহিতৈষী সাজতে চান, তাঁদের উদ্দেশে ক্রান্তদর্শী রবীন্দ্রনাথের বিশ্লেষণটি প্রযোজ্য—

"মাতালের পক্ষে মদ্য যেরূপ খাদ্যের অপেক্ষা প্রিয় হয়, আমাদের দেশহিতৈষণার নেশা স্বয়ং দেশের চেয়ে ও বড়ো হইয়া উঠিয়াছিল। যে দেশ প্রত্যক্ষ, তাহার ভাষাকে বিস্মৃত হইয়া, তাহার ইতিহাসকে অপমান করিয়া, তাহার সুখদুঃখকে নিজের জীবন যাত্রা হইতে বহুদূরে রাখিয়াও আমরা দেশহিতৈষী সাজিতেছিলাম।"

আত্মশক্তির উদ্বোধনে সংস্কৃত

আত্মবিশ্বাস এবং আত্মশক্তি জাগ্রত করার প্রধান পন্থা, জাতিকে স্মরণ করিয়ে দেওয়া যে সেও একদিন উত্তমর্ণ ছিল; ব্যাপক অর্থে সেও মহাজনরূপে বহুদেশে পরিচিত ছিল। সংস্কৃত ভাষার মাধ্যমেই বিশ্বের দরবারে ভারতবর্ষ অতীতে উত্তমর্ণের আসনে সমাসীন ছিল। বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্ত হ'তে সেদিন সহস্র সহস্র জ্ঞানভিক্ষু বিদ্যার্থী ভারতের বিশ্ববিদ্যালয়ে সংস্কৃত ভাষার মাধ্যমে জ্ঞানার্জনে সমবেত হ'ত। মেগাস্থিনিস্, ফা-হিয়ান্, হিউয়েঙ্ সাং তাই সংস্কৃতজ্ঞ গুরুর চরণতলে উপনিষণ্ণ হ'য়ে সেদিন জ্ঞানসাধনায় নিরত হ'য়েছিলেন। এই সব কারণে সংস্কৃত শিক্ষা বর্তমানে আমাদের ক'র্‌বে আত্মশক্তিতে উদ্বুদ্ধ, আত্মচেতনায় জাগ্রত। প্রসঙ্গতঃ, মনে পড়ে ভারতের দীর্ঘ দিনের কর্ণধার, প্রতিভাধর দেশ-নেতা ৺পণ্ডিত জওহরলাল নেহেরুর "Discovery of India" গ্রন্থের কথাগুলো—

"If I was asked what is the greatest treasure which India possesses and what is her finest heritage, I would answer unhesitatingly—it is the Sanskrit language and literature and all that it contains. *This is a magnificient inheritance, and so long as this endures and influences the life of our people, so long the basic genius of India will continue.*

আমাদের আত্মপরিচয় তথা পিতৃপরিচয় মেলে এই সংস্কৃত ভাষায়। আর সেই পরিচয় আবার নিঃসন্দেহে অত্যন্ত গৌরবের। এই গৌরবময় উত্তরাধিকারকে গ্রহণ করতে হ'লে, পূর্বপিতৃগণের মহনীয় পরিচয় লাভ করতে হ'লে, সংস্কৃত ভাষা অবশ্যই আয়ত্ত করতে হবে। তাতে গৌরবময় অতীতের পরিচয় লাভ করায় আমাদের আত্মিক ও নৈতিক শক্তির হবে উদ্বোধন। তখন আমরা কবি নাট্যকার দ্বিজেন্দ্রলালের ভাষায় ব'ল্‌তে পার্‌ব—

"চোখের সামনে ধরিয়া রাখিয়া অতীতের সেই মহা আদর্শ।
জাগিব নূতন ভাবের রাজ্যে রচিব প্রেমের ভারতবর্ষ॥"

এই সংস্কৃত সাহিত্যই ভারতবর্ষে মাতৃভূমির প্রতি জাগিয়ে তোলে সাতিশয় অনুরাগ। সুবিখ্যাত ঐতিহাসিক ডাঃ রাধাকুমুদ মুখোপাধ্যায় তাঁর "The Fundamental Unity of India" নামক গ্রন্থে যুক্তি এবং তথ্য সহকারে বলেছেন—

"This intense passion for father-land, indeed utters itself throughout Sanskrit literature." (Page. 56.)

তাই প্রগতিবাদী সন্ন্যাসী স্বামী বিবেকানন্দ শিক্ষানেতাদের জানিয়েছেন উদাত্ত আহ্বান—

"Before flooding India with socialistic and political ideas, first deluge the land with spiritual ideas. The first work that demands our attention is, that the most wonderful truths confined in our

Upanishads, in our scriptures, in our puranas, must be brought out."

ধর্ম ও নীতি শিক্ষায় সংস্কৃত

শিক্ষাব্যবস্থায় ধর্ম ও নীতির দিকে বিশেষ লক্ষ্য রাখা বাঞ্ছনীয়। Dictum of the 7th Earl of Shaftbury-তে পাই—

"*Education without instruction in religion and morals would merely create a race of clever devils.*"

সংস্কৃতশিক্ষা বিশেষভাবে ধর্ম ও নীতি-নির্ভর। তাই শিক্ষাব্যবস্থায় এই ধর্ম ও নীতিমূলক সংস্কৃতভাষা অবশ্যই গ্রহণীয়। কিশোর-চিত্তে নীতি এবং ধর্মবুদ্ধি জাগ্রত করার জন্য সংস্কৃত "পঞ্চতন্ত্রাদি" গ্রন্থের খ্যাতি জগৎজোড়া। এই সকল গ্রন্থের নীতি-প্রেরণা মানুষকে আবার সংসারবিমুখও করে না। ভারতে ইংরেজী শিক্ষার প্রথম যুগে চিন্তাশীল ইংরেজরা নীতিশিক্ষার জন্য সংস্কৃতের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি ক'রেছিলেন। তাই ১৯১৪-এর সরকারী Despatch-এ বলা হ'য়েছে —"There were in the Sanskrit language many excellent systems of ethics with codes of laws and compendiums of duties." তাই, বিলাতের Court of Directors সংস্কৃতশিক্ষার জন্য যথোচিত ব্যবস্থার নির্দেশ দিয়েছেন।

ভারতে মধ্যশিক্ষা পুনর্বিন্যাসের জন্য সরকারীভাবে গঠিত মুদালিয়র কমিশনের রিপোর্টে এই সম্বন্ধে তাই মন্তব্য প্রকাশ করা হ'য়েছে—

"The classical language have always exercised a great attraction...... To the bulk of Indians, *Sanskrit*, which is the mother of most Indian languages has always *appealed both from the* cultural and religious point of the view...... There is a great deal to be said in favour of the view that the study of the language should be promoted." (Page-69.)

কিন্তু বাংলা দেশের শিক্ষাব্যবস্থায় এই সংস্কৃত ভাষার শিক্ষাসম্বন্ধে কতটুকু উন্নতি বিধান করা হয়েছে, তা চিন্তাব বিষয়। সংস্কৃতকে অবজ্ঞাপূর্বক ধর্ম ও নীতিহীন শিক্ষা প্রবর্তিত ক'রে আমরা প্রগতির পথে কতদূর অগ্রসর হ'তে পেরেছি, তা আজীবন শিক্ষাব্রতী, বাংলার নবজাগৃতির অন্যতম শীর্ষস্থানীয় ব্যক্তি, ইংরেজীশিক্ষিত বাঙালীদের অন্যতম মুখ্যপুরুষ মনীষী রাজনারায়ণ বসু সমগ্র জীবনের অভিজ্ঞতার আলোকে বিচার ক'রে লিখেছেন—

"যখন আমরা শারীরিক বলবীর্য হারাইতেছি, **যখন দেশীয় সুমহৎ সংস্কৃত ভাষা ও শাস্ত্রের চর্চা হ্রাস পাইতেছে,** যখন দেশীয় সাহিত্য ইংরেজী অনুকরণে পরিপূর্ণ, যখন দেশের শিক্ষা প্রণালী এত অপকৃষ্ট যে তদ্দারা বুদ্ধিবৃত্তির বিকাশ না হইয়া, কেবল স্মৃতিশক্তির বিকাশ হইতেছে, যখন বিদ্যালয়ে নীতিশিক্ষা প্রদত্ত হইতেছে না, যখন চতুর্দিকে পানদোষ, অসরলতা, স্বার্থপরতা ও সুখপ্রিয়তা প্রবল, যখন আমাদের রাজ্যসম্বন্ধীয় অবস্থা শোচনীয়, বিশেষতঃ যখন ধর্মের অবস্থা অত্যন্ত হীন, তখন গড়ে আমাদিগের উন্নতি কি অবনতি হইতেছে, তাহা মহাশয়েরা বিবেচনা করুন।"

(আত্মপরিচয়—রাজনারায়ণ বসু, পৃঃ—১৩২)

এই গণতান্ত্রিক দেশের অধিকাংশ জনগণের ধর্মসাধনা সংস্কৃতনির্ভর। এমন কি বৌদ্ধ এবং জৈন ধর্মেরও উচ্চতর দর্শনাদিগ্রন্থ সংস্কৃতেই বিরচিত। শ্রীমৎ শংকরাচার্য, শ্রীমৎ রামানুজাচার্য, মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্য, এমনকি বর্তমান যুগে মহর্ষি দয়ানন্দ প্রভৃতি যুগন্ধর ধর্মপ্রবক্তারা সর্বভারতীয় ক্ষেত্রে ধর্মপ্রচার ক'রেছেন সংস্কৃত ভাষারই মাধ্যমে। অধ্যাত্ম শক্তিতে উন্নতিকামী ভারতীয় জনগণের নিকট সংস্কৃতভাষাশিক্ষা অপরিহার্য। প্রযুক্তিবিদ্যার সংগে অধ্যাত্মবিদ্যার সমন্বয় না হ'লে বিদ্যাশিক্ষা কখনো পরিপূর্ণতা লাভ করবে না। সংস্কৃতই হচ্ছে এই সমন্বয়ের সেতু। দূরদর্শী চিন্তাবিদ্ স্বাধীন ভারতের প্রথম রাষ্ট্রপতি ডাঃ রাজেন্দ্রপ্রসাদ এই নিয়ে ব'লেছিলেন—"The gulf between technical and spritual education should be bridged. *Sanskrit is verily that bridge*."

(The Teaching of Sanskrit. P. 15.)

মাতৃভাষাশিক্ষায় সংস্কৃত

সকল শিক্ষাকমিশনের মতো মুদালিয়র কমিশনের রিপোর্টে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে—

"Amongst languages, the highest importance is to be given to the mother-tongue." (Page-98.)

তাছাড়া, মাতৃভাষায় পরিণত জ্ঞানের অভাব শুধু লজ্জাকর নয়, অপরাধবিশেষ। আমাদের মাতৃভাষা সংস্কৃত হ'তে উদ্ভূত। সংস্কৃতশিক্ষা ব্যতীত মাতৃভাষায় আমাদের পরিণত জ্ঞান কখনো সম্ভব নয়। ভারতে মাতৃভাষা শিক্ষার জন্য সংস্কৃতজ্ঞানের অপরিহার্যতার কথা বৃটিশ ভারতেও শাসকদের দৃষ্টি এড়ায়নি। বিখ্যাত প্রশাসক A. Frazer. Report on the Sanskrit College, Calcutta. (31st January, 1835.)"-এ লিখেছেন—

"*The acquisition of Sanskrit is indispensable* not only for the study of the classical books composed in that language, but principally as the mother language of a great number of Indian dialects.... It is true and obvious that a true and radical reform of a nation in learning and morality (which is the object of a good government) will begin and proceed with the improvement of their own national language."

এই প্রসঙ্গেই পুণা সংস্কৃত কলেজের তৎকালীন অধ্যক্ষ Captain Candy তাঁর রিপোর্টে (১৮৪০ খৃষ্টাব্দ) ব'লেছেন—

"Sanskrit, I conceive to be the grand reservoir from which strength and beauty may be drawn for the vernacular languages..... I look on every native who possesses *a good knowledge of his own mother-tongue, of Sanskrit and of English to* possess the power of rendering incalculable benefit to his countrymen."

তাই, কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের জীবন মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের শিক্ষা এবং দীক্ষায় সংস্কৃতের দৃঢ় ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত হ'য়েছিল। কবির জীবনী অনুসন্ধান ক'র্‌লে তাঁর বাল্যকালের সংস্কৃতশিক্ষার সুষ্ঠু ব্যবস্থার কথা জানা যায়। সম্প্রতি তাঁর শৈশবের দৈনন্দিন পাঠ্যতালিকাটি আবিষ্কৃত হ'য়েছে। তাতে দেখা যায় প্রত্যহই দুইবেলা সংস্কৃত পড়ার পরিপাটি ব্যবস্থা তাতে র'য়েছে। তিনি বাংলা-শিক্ষার্থীর পক্ষে সর্বাগ্রে সংস্কৃত-শিক্ষার নিতান্ত প্রয়োজনের কথা মুক্তকণ্ঠে ঘোষণা করেন। নিজে সংস্কৃতশিক্ষার জন্য গ্রন্থও রচনা করেন "সংস্কৃতপাঠঃ" নামে। তাঁর বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলা-পাঠার্থীদের তিনি নিজেও সংস্কৃত অধ্যাপনা ক'র্‌তেন। আমাদের মাতৃভাষাকে নব নব শব্দসম্ভার এবং ভাবরাজিতে সমৃদ্ধ ক'র্‌তে হ'লেও সংস্কৃতের জ্ঞান অপরিহার্য। রামমোহন, বিদ্যাসাগর, ভূদেব, বঙ্কিমচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ প্রমুখ সাহিত্যরথীদের পরিণত সংস্কৃতজ্ঞান তাঁদের প্রতিভা-বিকাশে এক বিরাট স্থান অধিকার ক'রে র'য়েছে। বর্তমান ভারতে জাতির জনক মহাত্মা গান্ধী দ্ব্যর্থহীন ভাবে সংস্কৃতশিক্ষার অবশ্য-প্রয়োজনীয়তার কথা ঘোষণা ক'রে ব'লেছিলেন—

"I quite agree that the study of Sanskrit is sadly neglected. I belong to a generation which believed in the study of the ancient languages. I do not believe that such a study is a waste of time and effort. I believe it is an aid to the study of modern languages. This is more true of Sanskrit than any other ancient language so far as India is concerned, and *every nationalist should study it* because it makes a study of the provincial languages easier than otherwise. It is the language in which our forefathers thought and wrote.....No translation

can give the music of the original, which, I hold, has a meaning all it's own." (Harijan, 23rd March, 1940.)

১৮৫৪ খৃষ্টাব্দে তৎকালীন ভারতসচিব Sir Charles Wood ভাবতে বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার জন্য যে নির্দেশ দিয়েছিলেন, তারই ফলে ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দে কলকাতা মাদ্রাজ এবং বোম্বেতে তিনটি বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হ'ল। ভারতীয়দের মাতৃভাষা শিক্ষার জন্যই সংস্কৃতশিক্ষাকে আবশ্যিক করার প্রয়োজনীয়তা তিনি সেদিন ঘোষণা ক'রেছিলেন। সেই বিখ্যাত 'Wood's Educational Despatch of 1854"-এ স্পষ্ট উল্লিখিত হ'য়েছে—

"A knowledge of the *Sanskrit language*. the root of the vernaculars of the great part of India, is more especially necessary to those who are engaged in the work of composition in those languages."

সভ্যতার ক্রমবিকাশে এবং মানুষের ব্যক্তিত্ববিকাশে ভাষা শিক্ষার গুরুত্ব সমধিক। এই প্রসংগে বিখ্যাত ভাষাতাত্ত্বিক Mario A. Pei তাঁর The Story of Language গ্রন্থের ১৮৮ পৃষ্ঠায় বলেছেন—

"The role of language as a patent instrument of thought and communication, as an effective means of human development and as a tool and product of human society cannot be over-estimated. Language has played such an important role in the development of human civilization and culture,

that the story of language has rightly been called as the story of civilization,"

অপর একটি বিখ্যাত গ্রন্থ "Language, A Modern Synthesis"এ Joshna Whatmough লিখেছেন (পৃঃ—৮৭)—

"All the intellectual, mental, social, political and cultural development of man depends upon the extent he uses language and it's literature as his tool. Education in language helps in the development of personality. It gives him practical efficiency in day to day work. It imparts knowledge and information, affords aesthetic experience and provides opportunities for creative expression. The dynamism of human personality has much to do with the effective use of language."

এই ভাষাশিক্ষার ক্ষেত্রে আমাদের পক্ষে মাতৃভাষা বাংলার স্থান সর্বাগ্রে। আর সেই মাতৃভাষা বাংলায় পরিণত জ্ঞানলাভের জন্য সংস্কৃতশিক্ষা অপরিহার্য।

(প্রসংগত স্মরণীয় যে আফ্‌গানিস্তানে কাবুল বিশ্ববিদ্যালয়ে স্নাতক-পাঠক্রমে সংস্কৃতকে অবশ্য পাঠ্য করা হ'য়েছে। কারণ, সেখানকার জনগণের মাতৃভাষা পুস্তু সংস্কৃত হ'তে সমুৎপন্ন। সেই পুস্তুতে পরিণত জ্ঞানলাভের জন্য সংস্কৃত জ্ঞানের প্রয়োজনীয়তা স্বাভাবিকভাবেই তাঁরা মেনে নিয়ে এই ব্যবস্থা গ্রহণ ক'রেছেন।)

জাতীয় সংহতি সৃষ্টিতে সংস্কৃত

জাতীয় সংহতির অভাব স্বাধীনোত্তর ভারতের এক বিরাট সমস্যা। বহু ভাষা এবং বহু প্রদেশে বিভক্ত এই বিশাল উপমহাদেশ অনন্ত বৈচিত্র্যের লীলাভূমি। একমাত্র সংস্কৃত ভাষাই এই বহুধা-বিভক্ত জনগণের স্বদেশীয় ঐক্যসূত্র। অতীতে এই দেশে সর্বভারতীয় ক্ষেত্রে সংস্কৃত ভাষাই ব্যবহৃত হ'ত। কেরলের শ্রীমৎ শংকরাচার্য, বাংলার ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য প্রভৃতি মনীষী নিখিল ভারতে তাঁদের ভাবধারা প্রচারে সর্বভারতীয় ভাষা সংস্কৃতকেই গ্রহণ ক'রেছিলেন, কোনো প্রাদেশিক ভাষাকে নয়। আন্তঃরাজ্য-সংযোগ এবং ভাবের আদানপ্রদান সংস্কৃতেই নিষ্পন্ন হ'ত। তখন অধিকাংশ রাজ্যেরই রাষ্ট্রভাষা ছিল সংস্কৃত। এই বাংলাদেশেই পাঠান শাসনের পূর্ব পর্যন্ত অর্থাৎ লক্ষ্মণসেনের শাসনকাল অবধি রাজকার্য সংস্কৃতেই হ'ত সম্পাদিত। বাংলা ভাষায় প্রাপ্ত প্রাচীনতম গ্রন্থ "চর্যাচর্যবিনিশ্চয়ের" টীকা সংস্কৃতে রচিত। অধিক প্রচলিত এবং সর্বভারতীয় ভাষা বলেই এই সব টীকাকার সংস্কৃতকে অবলম্বন ক'রেছিলেন। সংস্কৃত মন্ত্রাদিতেও সর্বভারতীয় ঐক্যচেতনাকে নানাভাবে উদ্বুদ্ধ করার চেষ্টা হ'য়েছে। যেমন, সামান্য জলশুদ্ধির মন্ত্রেও দেখি—

"গঙ্গে চ যমুনে চৈব গোদাবরি সরস্বতি।
নর্মদে সিন্ধুকাবেরি জলেঽস্মিন্ সন্নিধিং কুরু॥"

ভারতের সকল প্রান্তের পুণ্যতোয়া নদীগুলিকে এক সংগে আহ্বান ক'রে অখণ্ড ভারতের অধ্যাত্ম মূর্ত্তিটি তুলে ধরা হচ্ছে

এমন একটি সামান্য ব্যাপারেও। বহুরাজ্যে বিভক্ত এই ভারতের জনসাধারণ এক মাত্র সংস্কৃতের স্বর্ণসূত্রেই একসংগে বাঁধা ছিল। সুতরাং ভারতীয় জাতীয়তার ভিত্তিতে যদি ভারতীয় চিত্তে ঐক্যবোধ জাগ্রত করতে হয় তাহলে একমাত্র সংস্কৃতই হচ্ছে তার উপায়। সুতরাং স্বাধীন ভারতের ভবিষ্যৎ নাগরিকদের চিত্তে একান্তপ্রয়োজনীয় ঐক্যবোধের বীজ বপন করার জন্য শিক্ষাব্যবস্থায় সংস্কৃতকে অবশ্যপাঠ্য করা একান্ত প্রয়োজন। এই প্রসঙ্গে বিখ্যাত ঐতিহাসিক এবং রাজনীতিবিদ সর্দার কে. এম. পানিক্কর বলেছেন—

"When we talk of our national genius being unity in diversity, the fundamental oneness of the Indian mind ; what we are really meaning is the dominance of Sanskrit which over-rides the regional differences and linguistic peculiarities and achieves a true national character in our thought and emotion and even gives form and shape to the languages...... *The unity of India will collapse if it ceases to be related to sanskrit and breaks away from Sanskrit and the Sanskrit traditions. Sanskrit alone has the pre-eminence which Hindi could never claim over the great regicnal languages enabling her to maintain and uphold in every region of India* the supreme claim of India Unity."

মধ্যপ্রদেশের প্রাক্তন রাজ্যপাল দক্ষিণের প্রবীণ কংগ্রেস-নেতা ৺ডঃ পট্টভি সীতারামাইয়া ব'লেছেন—

"To us in South India, I do not see how we shall stand to lose by recognising Sanskrit as the national

language. We can understand Sanskrit better than Hindi and other derivatives of Sanskrit."

কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী, পশ্চিমবংগের রাজ্যপাল এবং মধ্যপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী প্রভৃতি রূপে যিনি নানা সময়ে বহু গুরুত্বপূর্ণ পদ অলংকৃত ক'রেছিলেন, স্বাধীন ভারতের সেই অন্যতম প্রবীণতম রাজনীতিবিদ্ ডঃ কৈলাস নাথ কাট্‌জু ভারতের কল্যাণের জন্য সংস্কৃতকে সর্বভারতীয় রাষ্ট্রভাষা এবং সর্বজনের অবশ্যপাঠ্য ভাষারূপে গ্রহণের জন্য বহুবিধ চেষ্টা করেন এবং মুক্তকণ্ঠে আবেদন জানান—

"I am not a Sanskrit scholar but I would have loved to meet learned men and discuss the possibilities of propagating the knowledge of Sanskrit throughout India........As a layman, if I were bold enough to hazard on opinion, my first impulse would be to consider the claims of Sanskrit as our national language.....Provincial vocabularies have drawn vastly upon the store-house of Sanskrit words and phrases. All our sacred books on Art and Science and Medicine and Technical subjects such as Architecture are in Sanskrit. The adoption of Sanskrit will not raise any Provincial jeoulousies. ....I am sure however, of one thing that if Sanskrit were to become gradually the language of our superior law courts, of our laws and regulations, of our state documents, of our great state departments, it will make a wonderful appeal to and raise enormous enthusiasm among the vast teeming millions of this country and be in itself a powerful unifying factor in our national life. I will forge a

link with our ancient culture, and the wider diffusion of Sanskrit as a national language will in it's turn prove a powerful instrument for the development of the great language in India. The progress will be smooth because all sense of rivalry and jealousy will be completely absent.

Over eleven years ago, I ventured to suggest that Sanskrit should be made the national language and I still stick to that view.

I may add for your information that we have made Sanskrit a compulsory subject in our High schools from the class VI to the XI class."

(K: N: Katju—27th March, 1959, Sans. Visv. Parishad Session, Puri.)

এই সকল কারণে এক সংস্কৃত ভাষার সূত্রেই ভারতের পূর্ব, পশ্চিম, উত্তর, দক্ষিণকে বাঁধা যেতে পারে। জাতীয় সংহতির চেতনাকে উদ্বুদ্ধ করার জন্য সংস্কৃত ভাষা শিক্ষা করা তাই একান্ত প্রয়োজন।

আন্তর্জাতিক মর্যাদা অর্জনে সংস্কৃত

আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে আমাদের যা মর্যাদা, তা কেবলমাত্র ভারতীয় সংস্কৃতির শাশ্বত অবদানের জন্য। আর সেই সংস্কৃতি হ'ল

সংস্কৃত-ভাষাশ্রিত। সুতরাং আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে আমাদের প্রাপ্ত সম্মানের সম্যক্ মর্যাদা রক্ষা ক'র্‌তে হ'লে সংস্কৃত শিক্ষা একান্ত প্রয়োজন। প্রসঙ্গতঃ স্মরণ করা যেতে পারে যে কবিসার্বভৌম রবীন্দ্রনাথ "অক্স্‌ফোর্ড্" বিশ্ববিদ্যালয় হ'তে "ডি-লিট্" উপাধিপ্রাপ্তির প্রতিভাষণ দিয়েছিলেন সংস্কৃতে; শান্তিনিকেতনে সাংস্কৃতিক মেলনোৎসবে চৈনিক প্রতিনিধিগণকে সম্বর্ধনা জানিয়েছিলেন সংস্কৃতে। এই সেদিনও ভারত-রাষ্ট্রপতি ডাঃ রাজেন্দ্রপ্রসাদ সোভিয়েট রাশিয়ায় মৈত্রীযাত্রায় গমন ক'র্‌লে সোভিয়েট সরকার ভারত-রাষ্ট্রপতিকে সংস্কৃতভাষায় রচিত মানপত্র দিয়েই সম্বর্ধিত করেন। অতীতে সংস্কৃতের মাধ্যমেই পাশ্চাত্ত্যের সঙ্গে ভারতের রাখীবন্ধন রচিত হ'য়েছিল।

তাই, আজও সংস্কৃতই হ'চ্ছে প্রাচ্য-পাশ্চাত্ত্যের সত্যকারের সার্থক মিলনভূমি। এই প্রসঙ্গে Rew Warner তাঁর "Cult of power" (London. 1946.) গ্রন্থে লিখেছেন—

".......a knowledge of the common origins of our ways of thought is a desirable thing to have in a world which must unite or perish......One might, on similar grounds, advocate *the teaching of Sanskrit in all Indo-European schools.* (Page. 151.)

তাই ভারত সরকারের "Sanskrit Commission" এর রিপোর্টে লিখিত হ'য়েছে—

"It was the inspiration from Sanskrit which had led to the establishment of the Indo-European world, and had brought in a new conception of

history. On a study of Sanskrit and it's sister languages, the basic unity of the Indo-European people has been, to some extent, established."

(Page. 74.)

শুধু ইউরোপে কেন, এশিয়ারও অন্যান্য দেশের সঙ্গে সংস্কৃতের মাধ্যমেই ভারতের মৈত্রীবন্ধন রচিত হ'য়েছিল। প্রাচীন চীনে সংস্কৃত চর্চার একটি প্রশস্ত ধারা সেদিন বিদ্যমান ছিল। তথাকার সুপ্রাচীন "বোধিরুচি" মঠে সাতশত সংস্কৃতজ্ঞ ভিক্ষু বসবাস ক'রতেন। সেই অতীতে সংস্কৃত-চৈনিক অভিধান তাঁরা গ্রন্থনা ক'রেছিলেন। হিউয়েন্ সাং-এর মতো মুমুক্ষু বিদ্যার্থীরা ভারতেই তীর্থযাত্রা ক'র্তেন। তিনি "মোক্ষাচার্য" এবং "মহাযানদেব" এই দুটি সংস্কৃত নাম নিজের চৈনিক নামের পরিবর্তে গ্রহণ ক'রেছিলেন এবং চীনে ফিরে গিয়েও সংস্কৃত ভাষাতেই ভারতীয় গুরুদের সঙ্গে পত্রালাপ ক'র্তেন। মেগাস্থিনিস্, ফা-হিয়েন্, ইৎসিং, আলবেরুণী প্রভৃতি বৈদেশিক পরিব্রাজকমণ্ডলীর সংস্কৃতভাষার প্রতি আকর্ষণ এবং সংস্কৃতজ্ঞান উল্লেখনীয়। বর্তমানে মহাপণ্ডিত রাহুল সংকৃত্যায়ন এবং ডঃ রঘুবীর নব নব গবেষণার দ্বারা মধ্যে এশিয়া ও ইউরোপে সংস্কৃতচর্চার বহু তথ্য আবিষ্কার ক'রে আমাদের বিস্মিত ক'রেছেন। ডঃ রঘুবীর ব'লেছেন—

"It is surprising to an extra-ordinary degree when one goes into the interior of Mongolia and finds a herdsman who is interested in the literary theories of Dandin's Kāvyādarśa, or wants clarification for some points in Pānini's Phonetics."

কাম্বোডিয়া, জাভা এবং বোর্ণিয়োতে বিশুদ্ধ সংস্কৃতে রচিত বহু শিলালিপি পাওয়া গেছে। শ্রীমতী বিজয়লক্ষ্মী পণ্ডিতের পতি, বিদগ্ধ সারস্বত, স্বর্গত রঞ্জিত পণ্ডিত বহু গবেষণা ক'রে প্রমাণিত ক'রেছেন যে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে ভারতের সঙ্গে বিভিন্ন দেশের আদানপ্রদানের ভাষা ছিল তখন এক মাত্র সংস্কৃত। বিখ্যাত Spanish গ্রন্থকার এবং ঐতিহাসিক Lopez তাঁর "Le Races Aryans de Peru" গ্রন্থে ব'লেছেন যে দক্ষিণ আমেরিকার বিভিন্ন দেশের সংস্কৃতি বিশেষ ক'রে পেরু সংস্কৃতি সংস্কৃত ভাষার দ্বারা বেশ প্রভাবিত। তিনি লিখেছেন—

"Every page of Peruvian poetry bears the imprint of the Rāmāyaṇa and Mahābhārata. Sanskrit was the secret language of the rulers and Quichua, the language of the Peruvians."

বিখ্যাত ঐতিহাসিক এবং রাজনীতিবিদ্ দেওয়ান চমনলাল তাঁর "Hindu America" গ্রন্থে অতীতে দক্ষিণ আমেরিকায় সংস্কৃতভাষা এবং তদাশ্রিত ভারতীয় ধর্ম ও সংস্কৃতির প্রচার-প্রসারের অকাট্য প্রমাণ দিয়েছেন। এইভাবে সংস্কৃত চিরকালই ভারতবর্ষকে আন্তর্জাতিক মর্যাদায় ভূষিত ক'রেছে।

সংস্কৃতের আন্তর্জাতিক প্রসার

Sanskrit Commission-এর রিপোর্টেই বলা হ'য়েছে—

"Sanskrit by it's origin and it's basic character links us to the West. But it has been no less a potent bond of union for India with the lands of Asia—with Serindia or Central Asia of ancient and mediaeval times where the cultures of China and India had a common meeting place ; with Tibet, with China and the lands within the orbit of Chinese civilisation—Korea and Japan and Vietnam ; and above all, with the lands of farther India—Burma and Siam, Pathet Lao and Cambodia and Cochin China or Champa and the area of Malaya and Indonesia. Ceylon is of course a historical and cultural projection of India. In all these lands, Sanskrit found a home for itself as the vehicle of Indian thought and civilisation which flowed out into them as a peaceful cultural extension, from the closing centuries of the first thousand years before Christ. It found for itself new homes in the other countries of Asia as noted above. It found also a

place of honour in the culture of a great and civilised people like the Chinese and following the Chinese the Korians, the Japanese and the Vietnamese, and also the Tibetans, and the Turks of Central Asia, and the Mongols and the Manchus." (Page. 74.)

বিখ্যাত ঐতিহাসিক Will Durant এর মতে—

"India was the motherland of our race, and Sanskrit the mother of Europe's languages ; she was the mother of our Philosophy, mother through the Arabs of much of our Mathematics ; mother through the Buddha of the ideals embodied in Christianity ; mother through the village community of self-government and democracy. Mother India is in many ways the mother of us all."

তাই, আন্তর্জাতিক বিশ্ব সংস্কৃতের মাধ্যমেই ভারতবর্ষকে জানে এবং সেই জন্যেই মর্যাদা দান করে। সংস্কৃতবর্জিত ভারত এবং সংস্কৃতে অনভিজ্ঞ ভারতবাসী আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে শুধু অপাঙ্‌ক্তেয় নয় ধিক্কৃতও বটে। এই কারণেও বর্তমানে আন্তর্জাতিক মেলামেশা এবং মৈত্রী বন্ধনের যুগে মর্যাদা লাভের জন্য স্বাধীন ভারতের শিক্ষাব্যবস্থায় সংস্কৃতের আবশ্যকতা অনস্বীকার্য।

সংস্কৃত সম্বন্ধে মনীষিমণ্ডলীর অভিমত

প্রসঙ্গক্রমে কয়েকজন স্বদেশী এবং বিদেশী দূরদর্শী মনীষীর সংস্কৃতবিষয়ক সদুক্তিসমূহ বিশেষভাবে স্মরণীয়।—

"I believe in the great power which Vivekananda used to ascribe to sanskrit. We are unnecessarily frightened by the difficulty of learning Sanskrit......... And that it must not be forgotten that such *a knowledge of sanskrit gives one a master-key to the knowledge of the majority of Indian languages not exceeding the southern group.*"

[M. K. Gandhi]

"The lives of over two hundred millon people in our country are associated with the sacred rituals in Sanskrit from birth to death.....*Sanskrit is thus our great source of strength*. The world is in a mess. It could only be redeemed by a wide appreciation of the Ramayana, the Mahabharata and the Bhagavadgita and of the inspiring message of the upanishads, which teach truth and non-violence and above all, faith in the dignity of man's personality, in the moral order and in God."

[Dr. K. M. Munshi]

"Ideological exclusiveness and prosecution of men just because of the particular ideas held by them are totally foreign to the spirit of India as it has been moulded by her philosophy. And this philosophy of India is *enshrined in Sanskrit*"

[Sans. Com. Report. P. 77.]

"Our whole culture, literature and life would remain incomplete so long as our scholars, our thinkers and our leaders and our educationists remain ignorant of Sanskrit."

[Dr. RajendraPrasad—Address of Sans. Visva

"There is great inspiration in Sanskrit literature. This is why the study of Sanskrit has become essential for free India."

[Dr. Harekrishna Mahtab]

"My definite opinion is that, with a well designed simplification of the syntax and the tense and gender systems, Sanskrit is the one language which can be most easily and with the least objection on the part of any Indian converted into a national language."

[Sir C. P. Ramaswami Aiyer]

"It's (Sanskrit) suitability to be the medium for legal, philosophical and scientific thought is unrivalled."

[Dr. Sampurnananda]

"I have no knowledge of Sanskrit although I am a great admirer of it. I sincerly think that, Sanskrit should be the national language instead of Sanskritised Hindi.

[Gian Singh Rarewala]

"Sanskrit is thc one common national inheritence of India. The South and the North, the West and the East have equally contributed to it. *No part of India can claim it as it's exclusive possession.* Sanskrit is India's one national language. It may indeed be said that one who knows Sanskrit is a better Indian.

The study of Sanskrit is not a luxury and should not be looked upon as such. *It is a necessity.* Sanskrit, being our greatest single national inheritance, the roots of our national behaviour, pattern of our thought and the source of all our ideas being embedded in Sanskrit, *a familiarity with it is necessary for any one who claims to be a true Indian.*

Sanskrit alone has the pre-eminence which Hindi could never claim over the regional languages enabling her to maintain and uphold in every region of India the supreme claim of Indian unity."

[Sardar K. M. Panikkar]
(Indian Inheritance. P. 2. Bharatiya Vidyabhavan)

"পণ্ডিত নয়, কেবল cultured হ'তে হ'লেও একটি classics জানা চাই। আর আমাদের পক্ষে একমাত্র classical ভাষা হ'চ্ছে সংস্কৃত। রামায়ণ, মহাভারত, কালিদাসের কাব্য, ভাসের নাটক, বাণভট্টের কাদম্বরী, ভর্তৃহরির শতক—ভারতীয় সাহিত্যে এ সবের কি তুলনা আছে ?"

[প্রমথ চৌধুরী-রবীন্দ্রনাথ]
(শ্রীরণজিৎকুমার সেন সম্পাদিত, পৃঃ—১৪)

সত্যসন্ধানী পাশ্চাত্ত্য মনীষীদের গভীর গবেষণালব্ধ সত্যভাষণগুলো ভারতীয় শিক্ষানিয়ন্তাদের বিভ্রান্তি দূর করুক্—

"Such is the marvellous continuity between the past and the present in India, that inspite of repeated social convulsions, religious reforms and foreign invasions, Sanskrit may be said to be the only language that is spoken over the whole extent of that vast country. We can hardly understand how, at so early a date, the Indians had developed ideas which to us sound decidedly modern. Some of the riddles of the future find their solution in the wisdom of the past."

[F. Maxmuller]

"Sanskrit, it is of a wonderful structure, more perfect than Greek, more copious than Latin and more exquisitey refined than either."

[Sir William Jones]

'Justly it is called Sanskrit i. e., perfect, finished. The Sanskrit combines these various qualities,

possessed separately by other tongues ; Greecian copiousness, deep-toned Roman force, the divine afflatus characterising the Hebrew tongues. Judged by an organic standard of the principal elements of language, the Sanskrit excels in grammatical structure and is indeed the most perfectly developed of all idioms not excepting Greek aud Latin."

[Prof. Schlegel]
(Hist. of Sans. Lit. P.-106)

"It's exceeding age, it's remarkable conservation of primitive materials and forms, it's unequalled transparency of structure, give it an indisputable right to the first place among the tongues of the Indo-European family."

[Prof. Whitney]

"The intellectual debt of Europe to Sanskrit literature has been undeniably great. It may perhaps become greater still in the years that are to come.

[Prof. Macdonell]
(Hist. of Sans. Lit. P.-427.)

"It is impossible to conceive a language so beautifully musical or so magnificently grand."

[Prof. H. H. Wilson]

"India, though it has, as we have seen, more than 500 spoken dialects, has only one sacred language and only one sacred literature, accepted

and revered by all........however diverse in race, dialect, rank and creed. That language is Sanskrit and that literature is Sanskrit literature,........the only quarry whence the requisite materials may be obtained for improving the vernoculars or for expressing important religious and scientific ideals."

[Monior Williams]
(Hinduism. P—13.)

"The most beautiful perhaps of all languages"

[Prof. A. Pictat]

"It was an astounding discovery that Hindusthan possessed, in spite of the changes of realms and changes of time, a language of unrivalled richness and variety : a language, the parent of all these dialects that Europe has finally called classical—the source alike of Greek flexibility and Roman strength ; a Philosophy, compared with which, in point of age, the lessons of Pythagoras are but of yesterday, and in point of daring speculation plato's boldest efforts were tame and commonplace. This literature, with all its colossal proportion which can scarcely be described without the semblance of bombast and exaggeration claimed, of course, a place for itself. It stood alone and it was able to stand alone."

[W. C. Taylor]
(J. R. A. S., Vol. II.)

"Sanskrit is more perfect and copious than Greek and Latin and more exquisite and eloquent than either."

[Prof. Bopp]
(Edinburgh Review, Vol.—XXXIII. P.-43.)

"At one time Sanskrit was the one language spoken all over the world.'"

[Do.—Mons Dubois.]

"The literature of the Sanskrit language incontestably belongs to a highly cultivated people, whom we may with great reason consider to have been the most informed of all the East. It is, at the same time, a scientific and a poetic literature. Hindu literature is one of the richest in prose and poetry."

"The Vedas are without doubt the oldest works composed in the Sanskrit. Even the most ancient Sanskrit writings allow the Vedas as already existing. No country except India and no language except the Sanskrit can boast of a possession so ancient and venerable, no nation except the Hindus can stand before the world with such a sacred heirloom in it's possession, unapproachable in grandeur and infinitely above all in glory. The Vedas stand alone in their solitary splendour serving as a beacon of Divine light for the onward march of humanity."

[Prof. Heeren]
(Heeren's Researches, Vol. II. P. 201, 127.)

"India lives because of the world purpose, which she has to fulfill; because the world will be enriched by what she can give to it. The Indian youths of today are the custodians. Proud of their guardian-ship, let them cast aside false shame of themselves and of their own, as also all fear and sloth."

[Sir John Woodroffe]

"The Hungarians will find a fund of information from its study, respecting their origin, manners, customs, and language, since the structure of Sanskrit is most analogous to the Hungarian, which it greatly differs from the languages of Occidental Europe."

[Cosma-De-Coros]

"Sanskrit literature although a symbol of Indian culture is much more than this, it is universal and belongs to the world."

(Dr. Ludwick Sternback)

গ্রন্থের কলেবরবৃদ্ধির আশংকায় অপর উদ্ধৃতিপ্রয়োগে নিরস্ত হওয়া গেল।

স্বাধীনতার পূর্ণতা-সম্পাদনে সংস্কৃত

সর্বোপরি, ভারতের স্বাধীনতার পূর্ণতা সম্পাদনেব জন্য সংস্কৃত শিক্ষা অপরিহার্য। স্বাধীনতার দুটি দিক—রাজনৈতিক এবং সাংস্কৃতিক আমাদের দেশে বহু সাধনায় রাজনৈতিক স্বাধীনতা এলেও সাংস্কৃতিক স্বাধীনতা এখনো আসেনি। অথচ, সাংস্কৃতিক পরাধীনতা (cultural slavery) রাজনৈতিক পরাধীনতার (Political Slavery) চেয়ে অধিকতর ক্ষতিকর এবং সাংস্কৃতিক স্বাধীনতা না এলে রাজনৈতিক স্বাধীনতা স্থায়ী হ'তে পারেনা। সংস্কৃতকে অস্বীকার করে ভারতের সাংস্কৃতিক স্বাধীনতা অসম্ভব। তাই, ভারতের কষ্টার্জিত স্বাধীনতার পূর্ণতা-সাধনের জন্য সংস্কৃত ভাষা অবশ্য গ্রহণীয় তথা অবশ্য শিক্ষণীয়।

হিন্দীশিক্ষায় সংস্কৃত

ভারতের সরকারী ভাষা স্থিরীকরণকালে সর্বভারতীয় ঐক্য, সর্বপ্রদেশীয় জনগণের প্রতি সমবিচার এবং ভাষার অফুরন্ত প্রাণশক্তির কথা বিবেচনা করে সংস্কৃতকেই সেদিন গ্রহণ করার জন্য গণপরিষদে

প্রস্তাব এনেছিলেন বাংলাদেশ হ'তে নির্বাচিত মুসলমান প্রতিনিধি নাজিরুদ্দিন আহ্‌মেদ। আর তাঁকে সমর্থন জানিয়েছিলেন গণপরিষদেরই তৎকালীন বিশিষ্ট সদস্য ডাঃ বি. আর. আম্বেদকর, ডঃ বি. ভি. কেশকার, শ্রী টি. টি. কৃষ্ণমাচারী, ডঃ পি. সুব্বারায়ন, শ্রীমতী দুর্গাবাঈ, পণ্ডিত লক্ষ্মীকান্ত মৈত্র এবং আরো অনেকে। বাইরে থেকে স্যার মির্জা ইসমাইল, নোবেল-পুরস্কারপ্রাপ্ত বৈজ্ঞানিক আচার্য চন্দ্রশেখর বেংকট রমণ, ডঃ কৈলাস নাথ কাট্‌জু, ডঃ পট্টভি সীতারামাইয়া, শ্রী এস্ নিজলিঙ্গাপ্পা, ডঃ মাধবদাস শ্রীহরি আণে প্রভৃতি বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ এই সংস্কৃত ভাষার পক্ষেই মত প্রকাশ করেন। নানা রাজনৈতিক স্বার্থবুদ্ধিতে পরিচালিত হয়ে হিন্দীকে দ্বিতীয়বার ভোট-গণনায় একটি মাত্র ভোটাধিক্যে সরকারী ভাষারূপে গ্রহণ করলেও পূর্বকথিত কারণে সংস্কৃত হ'তেই শব্দাবলী গ্রহণ করার জন্য ভারতীয় সংবিধানে স্পষ্ট নির্দেশ র'য়েছে—

"It shall be the duty of the Union to promote the spread of the Hindi language, to develop it so that it may serve as a medium of expression for the elements of the composite culture of India and to secure its enrichment by assimilating without interfering with its genius, the forms, style and expressions used in Hindusthani and in other languages ot India specified in the eighth schedule and by drawing...for its vocabulary, *primarily on Sanskrit* and secondarily on other languages."

(Indian Constitution Page. 170.)

তাই দেখা যায় ভারতের জাতীয়সংগীত "বন্দেমাতরম্" এবং "জনগণমন" প্রায় সংস্কৃতেই রচিত। সরকারী আদর্শ গৃহীত হ'য়েছে

"সত্যমেব জয়তে"। আকাশবাণীর আদর্শ গৃহীত হয়েছে "বহুজনসুখায় বহুজনহিতায়"। লোকসভার অধ্যক্ষের আদর্শ স্থির করা হ'য়েছে "ধর্মচক্র-প্রবর্তনায়।" লোকসভার দ্বারদেশে লেখা হ'য়েছে—

"ন সা সভা যত্র ন সন্তি বৃদ্ধাঃ
ন তে বৃদ্ধা যে ন বদন্তি ধর্মম্।"

জীবনবীমার আদর্শ "যোগক্ষেমং বহাম্যহম্", নৌবাহিনীর আদর্শ "শং নো বরুণঃ" প্রভৃতি এই সবই বিশুদ্ধ সংস্কৃত শব্দ।

বর্তমানে আপাতস্থিরীকৃত অন্যতর রাষ্ট্রভাষা হিন্দীর শিক্ষার জন্যও প্রথমে সংস্কৃত শিক্ষা করা একান্ত প্রয়োজন। সংস্কৃতে জ্ঞান থাকলে যে কোন ভারতীয় ভাষা সহজেই স্বল্প সময়ে শিক্ষা করা যেতে পারে। এই প্রসঙ্গে ১৯৷১০৷৫২ তারিখে মধ্যপ্রদেশের তৎকালীন রাজ্যপাল ডঃ পট্টভি সীতারামাইয়া সুচিন্তিতভাবে ব'লেছিলেন—

Sanskrit can no longer be regarded as a dead language. It is up to us to make it a living language. Sanskrit remains dead today because it is neglected. To us in South India, I do not see how we shall stand to lose by recognising Sanskrit as the national language. We can *understand Sanskrit better than Hindi* and other derivatives of Sanskrit. In Telegu there is 60 p.c. Sanskrit admixture and in Malayalam whole samasas of Sanskrit are incorporated."

পাশ্চাত্ত্য জগৎও স্বাধীন ভারতকে সংস্কৃতের মাধ্যমেই দেখ্‌তে চায়। বর্তমান লেখককর্তৃক সংস্কৃতে অনূদিত রবীন্দ্রনাথের "মুক্তধারা" নাটক প্রকাশিত হ'তে দেখে পশ্চিম জার্মানীর মিউনিক বিশ্ববিত্থালয়ের প্রখ্যাত আচার্য ডক্টর ফ্রেডারিক্ হাইলার ২৪।৭।৬৪ তারিখে লিখিত পত্রে নানাকথার সংগে জানাচ্ছেন—

"....I love Sanskrit as the most perfect language of the world, the earthly expression of the eternal ṛtam: Every Sanskrit verse is heavenly music for my ears. I only regret that the independent Indian State did not accept Sanskrit as the official language of India. Just as Israel has adapted the ancient language of the Old Testament to modern condition, India could do the same with regard to Sanskrit....."

যাই হোক, ভারতবর্ষে সংস্কৃতকেই মধ্যে রেখে অন্য ভাষা শিক্ষা ক'র্‌তে হবে। এই প্রসঙ্গে বিখ্যাত সাহিত্যিক কাকা কালেলকার সুন্দর ভাবে ব'লেছেন—

"Any number of guests may be invited to the house, but care has to be taken to see that the guests do not crowd out the host."

সিদ্ধান্ত

এই সব কারণে শিক্ষাসংস্কারের জন্য গঠিত আচার্য সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণনের নেতৃত্বে "University Education Commission" (১৯৪৮—৪৯), আচার্য লক্ষ্মণস্বামী মুদালিয়রের সভাপতিত্বে "Secondary Education Commission" (১৯৫২—৫৩), ৺বালগঙ্গাধর খেরের অধিনায়কত্বে "Official Language Commission" (১৯৫৫—৫৬) এবং ভাষাচার্য সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের নায়কত্বে "Sanskrit Commission" (১৯৫৫—৫৬) প্রভৃতিতে সর্বজনীন শিক্ষায় সংস্কৃতের প্রয়োজনীয়তা দ্ব্যর্থহীনভাবে স্বীকৃত হ'য়েছে।

তাই মাধ্যমিক স্তরে ৫ম হ'তে ৭ম এবং উচ্চ মাধ্যমিক স্তরে সকল শাখাতেই ৮ম হ'তে ১১শ শ্রেণী পর্যন্ত সংস্কৃত ভাষাকে অবশ্যপাঠ্য ক'র্‌লে সর্বজনীন শিক্ষায় সংস্কৃতের স্থান কিছুটা রক্ষিত হবে। সাধারণ শিক্ষিত ব্যক্তি সংস্কৃত না জানার অভিশাপ হ'তে মুক্ত হবে। কলেজীয় শিক্ষায় কলাবিভাগে স্নাতক পর্যায়ে অন্ততঃ ১০০ নম্বরের একটি পত্র সংস্কৃতের জন্য অবশ্যপাঠ্যরূপে সংরক্ষিত করা একান্ত প্রয়োজন। আর স্নাতকোত্তর শিক্ষায় দর্শন, ইতিহাস এবং সকল সাহিত্য শ্রেণীতেও ১০০ নম্বরের একটি সংস্কৃত পত্রের পাঠ প্রবর্তন করা সমুচিত বলে মনে হয়।

সমসাময়িক কালে প্রাক্তন উপাচার্য এবং বিচারপতি ডঃ শম্ভুনাথ

বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে সরকার কর্তৃক গঠিত "শিক্ষাক্ষেত্রে ভাষা পুনর্বিন্যাস" কমিটির সংস্কৃতবিষয়ক অভিমত বিশেষভাবে স্মরণীয়—

"Sanskrit is a language in which the civilization of India has found it's expression for over thousands of years. It's influence on Indian civilization is inestimable. By its dynamic force it has absorbed and assimilated numerous elements attaining a classical character. As a language it has unsurpassed and unsurpassable intellectual value. Study of Sanskrit promotes intellectual discipline, and has great effect on the formation of national character. It is the greatest treasure India possesses and is her finest heritage. It would be a great loss to the country, to it's culture and heritage if the language is lost. Sanskrit has practically an infinite variety of synonyms and antonyms and is capable of expressing every shade of thought. It is from Sanskrit that words relating to higher culture could be derived. India needs new scientific and technical words for the development of Science. Sanskrit can supply in abundance the words for the growth of Science and Technology, subjects perhaps to retaining a few words of international use. Sanskrit presents the greatest common measure of agreement in its vocabulary among most of the languages of Modern India, and is vital to their development. *So, the study of Sanskrit is essential.*" (Page. 6.)

ত্রিভাষানীতি ও সংস্কৃতি

বর্তমানে ভারতে জাতীয় শিক্ষা প্রবর্তিত হ'তে চ'লেছে। শিক্ষার জাতীয়করণের পরিপ্রেক্ষিতে ভাষাশিক্ষার পুনর্বিন্যাস একান্ত প্রয়োজন। স্বাধীনতার পর থেকে আজ পর্যন্ত শিক্ষা সংস্কারের নামে শিক্ষা সংহারই সাধিত হচ্ছে। **বিশেষ করে গোষ্ঠিবিশেষের ভাষা হিন্দীকে সর্বভারতীয় সরকারী ভাষারূপে গ্রহণ করায় অহিন্দীভাষী অঞ্চলে শিক্ষাব্যবস্থায় হিন্দীকে চাপানোর দুরভিসন্ধি থেকে নানা জটিলতার উদ্ভব হয়েছে।** ফলে দ্বিভাষা, ত্রিভাষা, চতুর্ভাষা প্রভৃতি নানাবিধ নীতির উদ্ভব এবং তার রূপায়ণে অধিকতব সমস্যার সৃষ্টি শিক্ষাব্যবস্থাকে জটিলতর ক'রে তুলেছে। সকল দিক বিবেচনা ক'র্লে ত্রিভাষানীতিকে বর্তমানে আমাদের যথোপযুক্ত ব'লে মনে হয়।

(১) **প্রথম**—মাতৃভাষা। মাতৃভাষাই উচ্চতম স্তর পর্যন্ত শিক্ষার বাহন হওয়া বৈজ্ঞানিকও বাঞ্ছিত। সকল শিক্ষাতাত্ত্বিক এবং কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ও মহাত্মা গান্ধী প্রভৃতি দূরদর্শী মনীষীর এটাই সুদৃঢ় অভিমত। সাংস্কৃতিক দাস মনোভাবের জন্য এখনো কেউ কেউ এই বিষয়ে আপত্তি করলেও শিক্ষার সর্বজনীনতা এবং উৎকর্ষের জন্য মাতৃভাষাকেই শিক্ষার বাহন করা সর্বাগ্রে প্রয়োজন। সুতরাং, প্রথম-ভাষা মাতৃভাষা সকলের শিক্ষণীয়।

(২) **দ্বিতীয়**—ভাষা হওয়া উচিত সর্বভারতীয় সাংস্কৃতিক ভাষা সংস্কৃত। আর কারণগুলিই এই গ্রন্থে বিশদভাবে আলোচিত হ'লেও সংক্ষেপে আবার সূত্রাকারে বলা হ'চ্ছে।

(ক) ভারতীয় সামগ্রিক সংস্কৃতির ধাত্রী সংস্কৃত। তাই কিশোরচিত্তে জাতীয়তাবোধ জাগ্রত করার এবং সাংস্কৃতিক পিতৃ-পরিচয় প্রত্যক্ষভাবে জানানোর জন্য সংস্কৃতজ্ঞান একান্ত আবশ্যক।

(খ) জাতীয়তাবোধের বাহন সংস্কৃত ভাষাকে বর্জন ক'র্‌লে, আর যাই হোক না কেন, তা জাতীয় শিক্ষা হবে না। স্বামী বিবেকানন্দ, মহাত্মা গান্ধী প্রমুখ দূরদর্শী মনস্বীরা এইজন্যই সংস্কৃতের অবশ্যপাঠ্যতা চেয়েছিলেন।

(গ) বহুভাষাভাষী এই দেশের একমাত্র স্বদেশীয় সংহতিসূত্র এই সংস্কৃত ভাষা। স্বাধীনোত্তর ভারতে সংকীর্ণ প্রাদেশিকতার উৎকট আত্মকলহে জাতীয় সংহতি আজ বিপন্ন। সুতরাং ভারতের ভাবী-কালের নাগরিকদের চিত্তে এই সর্বভারতীয় ঐক্য এবং সংহতিবোধ জাগ্রত করার জন্য সংস্কৃত শিক্ষা একান্ত আবশ্যক।

(ঘ) মাতৃভাষায় পরিণত জ্ঞান না থাকা অপরাধবিশেষ। প্রতিটি ভারতীয়ের মাতৃভাষায় পরিণত জ্ঞানলাভের জন্য সংস্কৃতজ্ঞান একান্ত অপরিহার্য। আজ শিক্ষিত বাঙালী ইংরেজী ভুল কর্‌লে লজ্জিত হয়। বাংলায় ভাবপ্রকাশের অক্ষমতায় কিংবা বানান ভুলে লজ্জিত হয় না। সাংস্কৃতিক দাস মনোভাব এবং সংস্কৃতজ্ঞানের অভাবই র'য়েছে এই অক্ষমতা এবং অজ্ঞতার মূলে। তাই, আমাদের মাতৃভাষায় সুষ্ঠু জ্ঞানলাভের জন্য সংস্কৃতশিক্ষা একান্ত আবশ্যক।

(ঙ) শিক্ষাকে পূর্ণাংগ করার জন্য প্রয়োজন জীবন ধারণের বিষয়গুলির (informative) সংগে জীবন গঠনের (formative) বিষয়গুলিরও একত্র সমাবেশ। এই formative তথা গঠনাত্মক শিক্ষা সংস্কৃতেই হয় সবচেয়ে বেশী। তাই, সংস্কৃত শিক্ষার অপরিহার্যতা পূর্ণাংগ শিক্ষার দিক থেকে অনস্বীকার্য।

জাতীয়তাবোধ-বিবর্জিত, সর্বভারতীয় ঐক্যবোধ থেকে বিচ্যুত, মাতৃভাষায় যথোচিত-জ্ঞানবিরহিত, চঞ্চলচরিত্র, লঘুস্বভাব, অসহিষ্ণু কতগুলো জীব তৈরী হবে সংস্কৃতহীন শিক্ষায়। দক্ষ শিল্পী, নিপুণ চিকিৎসক, পণ্ডিত অর্থনীতিবিদ হয়তো তারা হবে, কিন্তু, **ভালো মানুষ** তারা হবেনা। ভালো মানুষ যদি মূলতঃ তারা না হয়, তাতে তাদের নিজেদেরও ক্ষতি, দেশেরও ক্ষতি। তাই, মনুষ্যত্বের উদ্বোধনের জন্য সংস্কৃত অবশ্যপাঠ্য করা উচিত। আর একথাও বিশেষভাবে মনে রাখা দরকার যে অবশ্যপাঠ্য না হ'লে কোন বিষয়ই কেউ পড়ে না।

(৩) তৃতীয়—ভাষা শিক্ষণীয় হোক সর্বভারতীয় সরকারীভাষা হিন্দী অথবা ইংরেজী। সুইজারল্যাণ্ড, কানাডা প্রভৃতি যে সকল দেশে একাধিক ভাষা সরকারী ভাষারূপে স্বীকৃত, সেখানে যে কোন একটি সরকারী ভাষাই সবাই শেখে। আমাদের সংবিধানে বর্তমানে ইংরেজীকেও হিন্দীর সংগে বিকল্প সরকারী ভাষারূপে অনির্দিষ্টকালের জন্য গ্রহণ করা হ'য়েছে। সুতরাং, ইংরেজীকে সরকারী ভাষারূপে শিখ্‌লে, আন্তর্জাতিক যোগসূত্র এবং আধুনিক জ্ঞানের ভাষাও শেখা হ'য়ে গেল। আর, তাতে হিন্দীর মতো গোষ্ঠিবিশেষের ভাষাকে সর্বভারতে অন্যায়ভাবে অবশ্যপাঠ্যরূপে চাপানোর জন্য যে আত্মকলহ এবং বিক্ষোভ, তাও প্রশমিত হ'য়ে জাগ্রত হবে মহতী মৈত্রী ভাবনা। হিন্দীর জন্যই কার্যতঃ সংস্কৃতকে উন্মূলিত করা হ'চ্ছিল। হয় হিন্দীকে নিয়ে চতুর্ভাষা নীতি অথবা সংস্কৃতকে বর্জন করে ত্রিভাষা নীতি—দুইই ক্ষতিকারক। পর্যায়ক্রমে তিনটি ভাষা শেখা কঠিন নয়। আর বর্তমানে সহজে স্বল্পসময়ে ভাষাশিক্ষার নানাবিধ উপায়ও উদ্ভাবিত হ'য়েছে, যা গ্রন্থান্তরে আলোচনার ইচ্ছা আছে।

মাতৃভাষা, সংস্কৃত এবং ইংরেজী এই ত্রিভাষা শিক্ষারই সুফল কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ, মহাত্মা গান্ধী, স্বামী বিবেকানন্দ, সাহিত্য-সম্রাট

বংকিমচন্দ্র, দেশগৌরব সুভাষচন্দ্র, লোকমান্য তিলক, আচার্য জগদীশচন্দ্র প্রভৃতি নবভারতের নির্মাতা। **তাই পূর্বোক্ত কারণে (১) মাতৃভাষা, (২) সাংস্কৃতিক এবং সংহতিসাধক সংস্কৃত, (৩) সরকারী এবং আন্তর্জাতিক ইংরেজী—এই ত্রিভাষাই আমাদের অবশ্য শিক্ষণীয়-ভাবে গ্রহণ করা উচিত ব'লে মনে হয়। হিন্দীভাষী অঞ্চলে হিন্দী, সংস্কৃত ও ইংরেজী আর অহিন্দী অঞ্চলে মাতৃভাষা, সংস্কৃত ও ইংরেজী অবশ্য পাঠ্যরূপে গ্রহণ ক'র্‌লে** ভাষাশিক্ষার সকল সমস্যার সমাধান হবে। পাঠান, মোগল, বৃটিশ প্রভৃতি বিদেশী শাসকগণ সংস্কৃতকে পাঠক্রম হ'তে তুলে দেন্‌নি। আজ স্বদেশী ভারতীয় শাসকবর্গ নিজেদের জাতীয়তার ধাত্রী সংস্কৃতভাষাকে শিক্ষাব্যবস্থায় ঐচ্ছিক করার নামে তুলে দিয়ে ছিন্নমস্তার ভূমিকায় অভিনয় না করুন, এই ঐকান্তিক প্রার্থনা।

উপসংহার

যুগের প্রয়োজনে আজ বাংলাদেশের শিক্ষাজগতে নানাবিধ পরিবর্তন ঘটে চ'লেছে। তারই অজুহাতে সংস্কৃতশিক্ষাকে বৈদেশিক শাসনে যে স্থান দেওয়া হ'য়েছিল, তার থেকেও বিচ্যুত করার একটা অশুভ প্রয়াস আজ দেখা যাচ্ছে। বিশেষ ক'রে বাংলাদেশে রাজনীতি-প্রভাবিত এবং খণ্ডিত দৃষ্টির অধিকারী অনেক বিশিষ্ট শিক্ষাব্রতী, রাজনৈতিক নেতা এবং

প্রশাসনিক কর্ণধারের প্রচেষ্টা সংস্কৃত শিক্ষাবিস্তারের, পরিণামে, দেশের যথার্থ কল্যাণের বিরুদ্ধ পথে চলেছে; অনেক ক্ষেত্রে এই অদূরদর্শিতা ও বিপরীতবুদ্ধি শিক্ষার মূল ভিত্তিকে কম্পিত ক'র্ছে। অপরিপক্ক কল্পনার বিকলাঙ্গ রূপায়ণ শেষে না মহতী বিনষ্টিকেই নিয়ে আসে! এখানে হিন্দীর যূপকাষ্ঠে সংস্কৃতকে বলি দিতেও কুণ্ঠাবোধ হচ্ছে না; অথচ কেন্দ্রভূমি দিল্লীতে মধ্যশিক্ষার সকল শাখাতেই—সংস্কৃতকে অবশ্যপাঠ্য করা হ'য়েছে।

শিক্ষাব্যবস্থাই হচ্ছে জাতীয়তার যথার্থ ভিত্তি, দেশোন্নতির মৌলিক উপাদান। যে মানবগোষ্ঠী ভবিষ্যতে জাতীয় প্রগতির নেতৃত্ব গ্রহণ ক'র্বে, তাদের শিক্ষাব্যবস্থা অসম্পূর্ণ এবং ত্রুটিযুক্ত হ'লে ভবিষ্যৎ জাতি দুর্বল হ'য়ে প'ড়্বে। তাই, ভারতবর্ষে সমুন্নত, সুশিক্ষিত এবং শক্তিশালী জাতিগঠনে সর্বজনীন শিক্ষার পাঠ্যক্রমে সংস্কৃতশিক্ষার অপরিহার্যতা অনস্বীকার্য। সমুন্নত চরিত্র, দেশল্যাণে উদ্বুদ্ধ, জাতীয়তা-বোধে উদ্দীপ্ত, উদার দৃষ্টিসম্পন্ন, সৎ এবং আদর্শনিষ্ঠ নাগরিকই দেশের শ্রেষ্ঠ সম্পদ্। এই আদর্শনিষ্ঠ নাগরিক সৃষ্টিতে র'য়েছে সংস্কৃতশিক্ষার বিরাট ভূমিকা। চতুর্দিকে আজ তরুণ-সম্প্রদায়ের যে সার্বিক অধঃপতন জাতির ভবিষ্যৎকে আশংকিত ক'রে তুলেছে, তাকে রোধ ক'র্তে হ'লে সংস্কৃতশিক্ষার প্রসার একান্ত প্রয়োজন। সংস্কৃতের অমৃতস্পর্শে তরুণচিত্তকে সঞ্জীবিত ক'রে তোলা স্বাধীন ভারতের পবিত্র কর্তব্য। তাহ'লেই একদিন ভারতীয় শিক্ষিত-সমাজে সার্থক হ'য়ে উঠ্‌বে উপনিষদের ঋষি-পিতামহের মহতী বাণী—

"অবিদ্যয়া মৃত্যুং তীর্ত্বা বিদ্যয়াঽমৃতমশ্নুতে।"

পরিশিষ্ট—১

অক্স্‌ফোর্ড্‌ বিশ্ববিদ্যালয় হ'তে "ডি-লিট্‌" উপাধিপ্রাপ্তিকালে রবীন্দ্রনাথ প্রদত্ত সংস্কৃত ভাষণ

কবিগুরু রবীন্দ্রনাথকে ১৯৪০ খৃষ্টাব্দের ৭ই আগষ্ট "অক্স্‌ফোর্ড" বিশ্ববিদ্যালয় হ'তে সম্মানাত্মক "ডি-লিট্‌" উপাধি দান করা হয়। অক্স্‌ফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষ থেকে তাঁদের প্রাচীন সাংস্কৃতিক ভাষা ল্যাটিনে রচিত মানপত্রেই কবিকে সেদিন সম্বর্ধনা জ্ঞাপন করা হয়। রবীন্দ্রনাথও ভারতের চিরন্তন কালের সাংস্কৃতিক ভাষা সংস্কৃতেই দান করেন প্রতিভাষণ। সেই বিখ্যাত সংস্কৃত ভাষণটি এবং তার ইংরেজী অনুবাদ নীচে প্রকাশিত হ'ল—

"ভবন্ত উক্ষতীর্থ-বিশ্ববিদ্যালয়-প্রতিভুবঃ !

এষোঽস্মি কশ্চিৎ কবির্ভারতবর্ষস্য। তং মাং সম্ভাবয়ন্তী সা কিল ভবতাং প্রত্না বিদ্যাভূমির্নমাত্মনো মানবধর্মাম্নায়মেব মহান্তমাবিষ্কর্তুমীহতে যস্য খল্বর্থঃ সাম্প্রতমতিতরাং গম্ভীরশ্চ অনতিপাত্যশ্চ সংবৃত্তঃ। গর্বোত্তানং মে চিত্তং প্রতিপদ্যাস্য বাচিকং প্রতিপত্তিং চৈতাং প্রহিতাং প্রতীকমিব অনশ্বরং মানবধর্মাত্মনঃ। সভাজয়ামি ভবতোঽত্র শান্তি-নিকেতনে। যদেতদনর্ঘমুপায়নমানীতং ভবদ্ভির্মদর্থং মদ্দেশার্থঞ্চ চিরং-তদবস্থাস্যতে অস্মদ্হৃদয়েষু, সম্পৎস্যতে চ তদ্‌ ভবতামস্মাকঞ্চ সাধারণ-সংস্কৃতি-সম্পত্তয় ইতি প্রতিযন্ত ভবন্তঃ।

স খল্বয়ং কালঃ প্রবর্ধতে যত্রাঙ্কঃ। তিরোধত্তে গুণঃ। প্রসরতি অশিষ্টত্বং নিরঙ্কুশম্‌। প্রবর্ততে চ পশূচিতা স্পৃহা ভোগে সমুপচীয়মানা ভূতবিদ্যয়া।

অস্মিন্ হি ব্যতিকরে কস্যাপি ভুবনব্যাপিনঃ সম্বন্ধস্য বীজসমুদ্গমোক্তির্নাম কদাচিৎ কবিজনোচিতেব প্রতীয়তে। তথাপি তু সংযম্যতে কালস্তর্জয়ন্নপি নিরন্তরম্। কিং চ যে নাম বয়ম্ অতীত্যাপ্যেনং জীবামঃ প্রতীমশ্চ যদার্যধর্মশ্চরমার্থসম্পত্তয়ে বর্ধে তৈব নিত্যমিতি তৈরস্মাভিঃ সেয়ং প্রতীতিরবশ্যং প্রত্যগ্রীকরণীয়া।

ক্ষেমং বতেদং নিমিত্তং কস্যাপ্যনাগতস্য সময়স্যেতি প্রতিগৃহ্যতে ময়ৈষা প্রতিপত্তির্বিহিতা উক্ষতীর্থ-বিশ্ববিদ্যালয়েন। নূনং ন জীবিষ্যাম্যহম্ অবলোকয়িতুমেনং প্রতিষ্ঠিতম্।

সভাজনীয়স্ত্বেষ, তস্য সপ্রণয়ঃ সঙ্কেতঃ সঙ্গর ইব দিবসানাং প্রশস্যতরাণামিতি শিবম্।

শান্তিনিকেতনম্ রবীন্দ্রনাথঠাকুরঃ”

শকাব্দাঃ ১৮৬১-৪-২২

কবিকৃত ইংরেজী অনুবাদ

“Delegates from Oxford University,

In honouring me, an Indian poet, your ancient seat of learning has chosen to express its great tradition of humanity. This tradition, today has acquired a deeper and more pressing significance. I feel proud to accept its message, and the recognition it conveys, as a symbol of the undying sprit of men.

I welcome you here at Santiniketan, and I assure you that this friendly gift that you have brought to me and to my country, will remain in our hearts and bid us stand together for the common cause of civilisation.

In an era of mounting anguish and vanishing worth, when disaster is fast overtaking countries and continents with savagery let loose and brutal thirst for possession augmented by science, it may sound merely poetic to speak of an emerging principle of world-wide relationship. But, Time's violence, however immediately threatening, is circumscribed and we who live beyond it and dwell also in the largest reality of time, must renew our faith in the perennial growth of civilisation toward an ultimate purpose I accept this recognition from Oxford University as a happy augury of an age to come and though I shall not live to see it established, let me welcome this friendly gesture as a promise of better days."

পরিশিষ্ট—২

সোভিয়েট সরকার কর্তৃক ভারত-রাষ্ট্রপতিকে প্রদত্ত সংস্কৃত মানপত্র

১৯৬০ সনের জুনমাসে ভারতের তৎকালীন রাষ্ট্রপতি ডঃ রাজেন্দ্র-প্রসাদ সোভিয়েট রাশিয়ায় শুভেচ্ছা ভ্রমণে গিয়েছিলেন। ভারতের রাষ্ট্রপতিকে চিরন্তন ভারতীয় সংস্কৃতির ধাত্রী **সংস্কৃত ভাষায় রচিত মানপত্র প্রদান ক'রে সোভিয়েট সরকার সম্বর্ধনা জ্ঞাপন করেন।** লেনিনগ্রাড নগরে এই সম্বর্ধনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। অধ্যাপক কলিয়ানভ এই মানপত্র রচনা করেন। সেই মানপত্রটি হুবহু উদ্ধৃত করা গেল।

"মহামান্য-রাষ্ট্রপতি-মহোদয়

পরমশ্রেষ্ঠ-শ্রীমান্ রাজেন্দ্রপ্রসাদ !

প্রথমমেব কতিচিৎ সংস্কৃতশব্দান্ বক্তুমিচ্ছেয়ম্। বয়ং সর্বে লেনিন্-নগরাগতং ভবন্তং মহতো ভারতবর্ষস্য রাষ্ট্রপতিং সাদরং সবহুমানং সস্নেহং সপ্রণামং হৃদয়-পূর্বকমভিনন্দামঃ। ভবতশ্চ দর্শনেন অত্যন্তং প্রসন্নাঃ স্মঃ। কুশলাগমনং ভবত ইতি বয়ং ব্রূমঃ। মহতীনাং ভারতীয়-প্রজানাম্ উত্তমপ্রতিনিধয়ে মহৎ স্বাগতম্। ঈপ্সিতাতিথি-বিশেষায় নমোনমঃ।

পরমশ্রেষ্ঠ-মহামান্য-রাষ্ট্রপতি মহোদয় !

অন্তে ময়া কৃতং সংস্কৃতশ্লোকদ্বয়ং পঠিতুমিচ্ছামি।

অস্মদ্ভূম্যোঃ পূর্বকালাদাসীন্মৈত্রং সনাতনম্।
এতদ্বিবর্ধনার্থং বয়ং সর্বে যতামহে ॥১
মৈত্র্যং চেদমবিভেদ্যং প্রজানামাবয়োর্মহৎ।
সর্বত্র জনতাভূত্যৈ জীবতু শাশ্বতীঃ সমাঃ ॥২

কল্যাণ-মিত্র ২৪।৬।১৯৬০ ইং লেনিন্-নগরে"

পরিশিষ্ট—৩

সংস্কৃতকে সরকারী ভাষারূপে গ্রহণ করার জন্য লোকসভায় মাননীয় সদস্যবৃন্দের ভাষণ

গণপরিষদে সর্বভারতীয় সরকারী ভাষা স্থিরীকরণের সময় এই বহু ভাষাভাষী দেশে হিন্দীর মতো কোনো গোষ্ঠিবিশেষের ভাষাকে প্রাধান্য দিলে অন্য ভাষাভাষীদের প্রতি অবিচার এবং পরিণামে আত্মকলহের আশংকায় দূরদর্শী বাঙালী সদস্য ৺পণ্ডিত লক্ষ্মীকান্ত মৈত্র সংস্কৃতকে সরকারী ভাষারূপে গ্রহণের জন্য প্রস্তাব উত্থাপন করেন। সেই প্রস্তাবের প্রধান সমর্থক ছিলেন আর একজন বাঙালী মুসলমান সদস্য ৺নাজিরুদ্দিন আহ্‌মেদ। গণ-পরিষদে আলোচনা-কালে বহু যুক্তির অবতারণা ক'রে এই প্রস্তাবকে প্রবল ভাবে সমর্থন করেন ৺ডঃ বি. আর. আম্বেদকর, শ্রী বি. ভি. কেশকার, শ্রী টি. টি. কৃষ্ণমাচারী, ডঃ পি. সুব্বারায়ন, শ্রীযুক্তা দুর্গাবাই, শ্রী ভি. এস. মুনিস্বামী পিল্লাই এবং মাদ্রাজ ও বাংলার আরো বহু সদস্য। কিন্তু, প্রায় সকল দলের রাজনৈতিক নেতৃত্ব ছিল তখন হিন্দীভাষী ব্যক্তিবর্গের হাতে। আর সেদিন অহিন্দীভাষী রাজনীতিকবর্গ নিজেদের দলীয় নির্দেশের বেদীমূলে দেশকল্যাণকে বলি দিয়ে হিন্দীর যূপকাষ্ঠে সংস্কৃতকে হত্যা ক'র্‌লেন। ফলে এক ভোটের ব্যবধানে হিন্দী সর্বভারতীয় রাষ্ট্রভাষা রূপে সংবিধানে গৃহীত হ'ল। কিন্তু এই হঠকারিতা দেশে রচনা ক'র্‌ল গৃহযুদ্ধের ভূমিকা, সূচনা ক'র্‌ল সর্বজনীন মানবতার অপমৃত্যু। ফলে ১৯৫৬ সালে ৺বালগংগাধর খেরের সভাপতিত্বে Official Language Commission এবং ১৯৫৭ সালে ভাষাচার্য সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের সভাপতিত্বে Sanskrit commission যখন সারা ভারত পরিক্রমা ক'রে সর্বস্তরের জনগণের সাক্ষ্য গ্রহণ ক'র্‌ছিল, তখন

হিন্দীর অন্যায় আধিপত্যের বিরুদ্ধে বহু ব্যক্তি অভিমত প্রকাশ করেন। বিশেষতঃ, ১৯৫৫ সনে রাজ্যপুনর্গঠন কমিশনের সময় হিন্দীর বিরুদ্ধে প্রায় প্রতিটি প্রাদেশিক ভাষাভাষী মানুষের বিক্ষোভ প্রকাশ পেতে থাকে। তখন সর্বভারতে সদ্যোজাগ্রত এই গৃহযুদ্ধচিকীর্ষাকে বিদূরিত করার জন্য "অখিল ভারত সংস্কৃত রাষ্ট্রভাষা সম্মেলনের" পক্ষ থেকে কয়েক লক্ষ লোকের স্বাক্ষরে সংস্কৃতকে রাষ্ট্রভাষারূপে গ্রহণের জন্য আলোচনার্থে প্রস্তাব আনয়নে কেন্দ্রীয় সরকারকে অনুরোধ জানানো হয়। তখন লোকসভায় বাংলাদেশ থেকে নির্বাচিত সদস্য শ্রী চপলা কান্ত ভট্টাচার্য সংবিধানে হিন্দীর সংগে সংস্কৃতকে "সহযোগী সরকারী ভাষারূপে" গ্রহণের জন্য প্রস্তাব আনয়ন করেন। ১৯৬৩ সনের ২২শে নবেম্বর প্রস্তাবটি উত্থাপন করা হয় এবং ২২শে নবেম্বর, ৬ই ডিসেম্বর, ও ২০শে ডিসেম্বর ঐ বিলটি দীর্ঘ সময় ধ'রে লোকসভায় আলোচিত হয়। নির্ধারিত সময় থেকে আরো ৪½ ঘণ্টা অধিক সময় ব্যয়িত হয় এই আলোচনায়। সময় পরিবর্ধনের প্রার্থনায় প্রথমবার পক্ষে ছিলেন ৮১ জন এবং বিপক্ষে ছিলেন ১৭ জন ও দ্বিতীয় বার পক্ষে ছিলেন ৩৯ জন এবং বিপক্ষে ছিলেন ১০ জন।

১৯ জন মাননীয় সদস্য এই প্রস্তাবের আলোচনায় অংশ গ্রহণ করেন। তা'তে ১৫ জন প্রস্তাবকে সমর্থন করেন আর বিরুদ্ধতা করেন মাত্র ৪ জন। যে ১৫ জন সমর্থন ক'রে বিতর্কে অংশ গ্রহণ করেন, তাতে ৮ জন কংগ্রেস, ২ জন কম্যুনিষ্ট, ১ জন জনসংঘ এবং ৪ জন ছিলেন নির্দলীয় সদস্য। ২ জন কংগ্রেস, ১ জন সোস্যালিষ্ট এবং ১ জন দ্রাবিড় মুন্নেত্রা কাজাগাম সদস্য বিরুদ্ধতা করেন। আলোচনার ধারা এবং উৎসাহ দেখে অনুমান হ'চ্ছিল যে এই প্রস্তাব গৃহীত হ'য়েই যাবে। তাতে কোনো এক অজ্ঞাত নিগূঢ় কারণে স্বরাষ্ট্রবিভাগের রাষ্ট্রমন্ত্রী শ্রী হাজারনবীশ এই প্রস্তাবটিকে ভোটে দিতে দিলেন না। তাই, যে সকল সদস্য এই শুভ প্রস্তাবকে সমর্থন ক'রে আলোচনা ক'রেছিলেন,

তাঁরাই দলীয় নির্দেশের ফলে ভোটদানের অধিকার হ'তে বঞ্চিত হ'লেন। এই ভাবে গোষ্ঠী অথবা ব্যক্তি-বিশেষের অশুভ সংকীর্ণতাবোধ এবং অজ্ঞতার ঔদ্ধত্য দেশকে একটি মহৎ কল্যাণের আশীর্বাদ হ'তে বঞ্চিত ক'রল। তখন যে সকল দূরদর্শী মাননীয় সদস্য সংস্কৃতের সমর্থনে আলোচনায় অংশ গ্রহণ ক'রেছিলেন, তাঁদের সেই ভাষণাবলীর অংশবিশেষ সরকারকর্তৃক প্রকাশিত লোকসভা-ভাষণাবলী হ'তে সংগ্রহ ক'রে নীচে উদ্ধৃত করা হ'ল।—

22nd November, 1963 [from 15-14 Hrs to 16-30 hrs (1 hr. 16 m)]

1. *Shri Chapala Kanta Bhattacharya* (Raiganj, West Bengal), Congress.

The incidents that have been happening in the House during the last two days amply demonstrate the need for making provision for a *neutral language*. (For this) my bill seeks to add Sanskrit to Hindi in Article 344............

I would only submit that if Sanskrit could play a very vital role in the life of India, why should it be debarred from playing that role in free India now ? When I suggest that Sanskrit be accorded the status of an official language, I do not make a new or surprising proposal. In fact, that proposal has been pending before the country since the days of the Constituent Assembly. In the Constituent Assembly, the proposal was mooted by Shri Naziruddin Ahmed that Sanskrit be accepted as the sole official language of India.

The proposal has been before the country all the time and has agitated public mind. The Government of India appointed the Sanskrit Commission in 1956. One of the recommendations of that Commission was that Sanskrit be accorded the status of an additional official language.

I do not want to disturb the position of Hindi or English. But I just want to try to make a way out of the linguistic controversies that we are seeing before us now. The Hon'ble Prime Minister has laid down that the official language of India should not be a foreign language and at the same time, it must be a language of all acceptance—I submit, again, that there is only one language in the world which satisfies both the aspects, and that language is Sanskrit.

In putting up the claim for Sanskrit I should say that Sanskrit is not unknown to the Constitution. The Constitution has specifically laid down that in developing Hindi, it should primarily draw upon Sanskrit. The Constitution having specifically laid it down, a recognition is given to the language itself. Again, without being a regional language it is included in the Eighth Schedule of Indian languages recognised by the Constitution. The Prime Minister has stated that all the languages in the Eighth Schedule are regarded as national languages.

I should say, Sir, that Sanskrit enjoys a status more than a national language. It is one of the

international languages of the world having got that recognition............

In course of my tour in Europe and America, I approached every University and tried to find out what arrangements were there for the study of Sanskrit........

That is the posttion that this language enjoys, and that is what I would like to bring forward as the back ground of my Bill which I am placing before the House today. If Sanskrit is accepted, then Sanskrit will automatically receive international recognition. I will go further and say that *it will help international understanding between the East and the West.*

Some of the questions which have been raised against this proposal are superficial. One argument is that Sanskrit is a dead language and a dead language can not be made the official language of a State. I join issue there. In one of his lectures in the London University, Prof. Max Muller deals with this question whether Sanskrit is a dead language and he comes to the conclusion that it is not, for he says that Sanskrit plays a vital role in the life of the people of India and a language which has a vital force in India cannot be regarded as a dead language.

The other objection that is raised is that Sanskrit is not a spoken language. A question is asked whether a language can be accepted as an official language when it is not a spoken language. To that

my reply is, to be an official language it is not necessary that the language should be the language of the masses. Today we have English as an official language of India and we have fought for it. It is the language of only the intelligentsia, and language of the intelligentsia has been accepted in the Constitution as the official language of the Union. In that way Sanskrit has always been the language of the intelligensia in India.

Sir William Jones carried out extensive researches in 1786 and came to the conclusion that for a long time Sanskrit was the language of administration for courts and used for other official purposes. From the day of Sir William Jones, I would come to the days of thc University Education Commission presided over by Dr. S. Radhakrishnan. The Commission has come to the conclusion that "*Sanskrit was all the time the linguafranca of the world of learning in India,*" and this position it has held all the time in India. Therefore there is not the least difficulty on that score and we may revive that tradition and bring in Sanskrit to the stage in which it may be accepted as an official language.........

Sanskrit presents the greatest common measure of agreement amongst the languages of India not only in their vocabulary but also in their spirit, and that is why the Constitution in article 351 has accepted the position that Sanskrit should be the basis of our official language. Then again, I

believe, more than many thousands of years old Indian culture is based on Sanskrit language and literature and to-day for bringing about unity in thought, Sanskrit would be of great help. In fact, unity of India depends upon Sanskrit. Then again, it is one of the most advanced languages of the world. Further, from the point of view of national solidarity, special advantage should be taken of the fact that Sanskrit presents a language which is not belonging to any particular region or any particular State. Therefore if it is accepted as an official language, it will not particularly favour any one or put any particular difficulty or disadvantage to any region or to any section of the people. When this language is included in the Constitution all the States will be equally placed in regard to advantages or disadvantages. Therefore, none of the States will feel its rights or privileges curtailed in any way or feel that any undue advantage has been granted to another State because of Sanskrit being accepted as an official language of India.

The other question is whether it has the dynamic effect which an official language ought to have. Here I could mention the distinguished names of the persons who appeared before the Sanskrit Commission and suggested that it might be accepted as an official language. (They are) Sardar Panikkar, Sir C. V. Raman, Shri Sri-Prakasa, Dr. K. N. Katju and Shri Patanjali Shastri. Shri Patanjali Shastri, after he retired from the Supreme Court, suggested in a public lecture that

Sanskrit should be accepted as an official language of India. Sir C. V. Raman went a little further. He said that Sanskrit should be declared as the lingua franca of India.

As I have stated already it has much support in the country. What is wanted is that there should be a move on the part of Government to do the justice which it deserves and requires.

I have referred already to some of the objections and whether this old language can be resuscitated as an official language of India. The State of Israel came into existence in the year 1948. This 15 years old State has brought back into existence the many thousands years old language Hebrew, and is using it for all official purposes of that State. The acceptance of Hebrew and its introduction and continuation as an official language has not hampered its administration or its progress in any way. If they could have done it, what is the difficulty in our country for not accepting Sanskrit as an official language?

The difficulty is that we are habituated to think of it only as a classical language. The idea should be shaken off from the mind. It is a living language. Original books are being written even now. Researches are being carried on. There are thousands of persons who speak fluently in Sanskrit and amongst themselves they speak only in Sanskrit I know of families where even the womenfolk speak in Sanskrit.

It is a living language of our culture, our heritage, our literature, our thought, our philosophy, and I maintain our political administration too.

In referring to the political administration, allow me to refer to one instance only. The White Paper No. II on Chinese matters brought out by the External Affairs Ministry contains a chapter on the Himalayas. In trying to establish its claim on the Himalayas, the Government of India had to ransack the entire Sanskrit literature from the Vedas down to the middle ages. It begins from the Vedas and comes up to the days of Kalidasa.

অস্ত্যুত্তরস্যাং দিশি দেবতাত্মা হিমালয়ো নাম নগাধিরাজঃ।

So, Sanskrit is not a mere classical language. As I stated, it serves the Government of India in a very urgent diplomatic negotiation and it would be graceful and grateful on the part of Government of India if they admit their obligation to the language the language which has served them even now in such an important matter.

If we give it the recognition, we get the advantages out of it. If we do not give it the recognition, we lose much of what we should not. That is my submission and I hope, with what I have stated, the Government will agree to have my Bill circulated. If the public opinion be there it will come back to the House and the House will consider it.

22-11-63

2. *Nalini Ranjan Ghosh* (Jalpaiguri, West Bengal), Congress.

The object of the motion of my Hon. friend Mr. Bhattacharya is very modest.........

There are some salient features of Sanskrit which have to be borne in mind by all of us. Sanskrit is definitely the integrating factor to keep the whole of India together. Sanskrit is the golden thread which knits the whole of India together and which helds it together. It is actually the symbol of our national life. As a feeder language, it has got a unique position. The grammar of Tamil and the grammar of other Southern languages has been patterned from Sanskrit.

My friend has already given some views of the top men of our country. I shall quote a few more. Shri Jawaharlal Nehru made the statement before the Sanskrit Commission that Prof. Oppenheimer, the famous American Atomic Scientist, spends considerable time in reading Sanskrit and Pali.

As a matter of fact it is now admitted that Sanskrit has contributed very richly to Medicine, Mathematics, Astronomy and to other scientific subjects. Shri Nehru also said :

"I would personally like as many Indians as possible to know Sanskrit which is the very basis of our culture."

The late lamented Shri G. B. Pant said that Sanskrit has given symphony to our life. Hon.

members of the House know that Bala Gangadhar Tilak, Pandit Madan Mohan Malaviya and others were great votaries of Sanskrit. Mahatma Gandhi was also a votary of Sanskrit. He said that the Gita was the breath of his life and that if only for reading the Gita people should read Sanskrit.

I shall read out another quotation from the Report of the Sanskrit Commission. At page 66 of the report, we find .

"The Director of Public Instruction of Madhya Pradesh, who is a Christian, told that the he advised the Anglo-Indian students also to read Sanskrit. It was necessary that, as future citizens of India, they gained an insight into the mind and the culture of the bulk of the Indian people. And this, he added, was possible only through the study of Sanskrit." This shows the approach of other communities too. (Refers to large number of persons who supported the Resolution in the Constituent Assembly for making Sanskrit the official language of India.) I am putting forward the fact to show that as a matter of fact, they accepted the position that Sanskrit has got a unique position in India and further, *if Sanskrit be now accepted as an associate official langurge, then much of the bittterness that is raging in the country at present would disappear........*

I would now refer to the recommendation of the Sanskrit Commission.

"That in view of the cultural importance and an-Indian character of Sanskrit, and with a view

to arresting the growth of fissiparous tendencies of linguistic parochialism, which are at present threatening the unity of India (through the agency of Sanskrit which has, through the ages, played the role of a great unifying force in the country), Sanskrit, which is alrealy one of the languages recognised by the Constitution, should be declared as an Additional Official Language (by the side of Hindi and English, for the time being) to be used for such public purposes as may be feasible."

I would only mention here that for thousands of years Sanskrit has been the national language of India. Sankaracharya in olden times and even recently Dayananda Sarasvati preached through out India the Veda through the medium of Sanskrit. Vivekananda in many of his discourses, when pandits of the South and the North assembled together, had to speak in Sanskrit. Sanskrit holds such a unique and great position in India that the Bill, which is a very modest Bill, should be accepted unopposed.

22-11-63

3. *Shri K. K. Warior* (Trichur, Kerala), C.P.I.

I support the motion of Shri C. K. Bhattacharya to circulate the Bill for eliciting opinion thereon. There is a large consensus of opinion in the country saying that Sanskrit should be made the national language precisely because they are pacifists who do

not want to fight for any particular language, especially that language which is suggested at present as the national language of India. For instance, people coming from Bengal cannot say the Bengali should be made the national language, at the same time they do not relish very much, Hindi being foisted upon them. So as a via media they suggest that Sanskrit be made the national language.

Even with some limitations, I think that this subject will arouse much academic interest at least among the enlightened people, and as such it will not be futile to have it circulated and get the considered opinion of at least the uppermost strata in our Society.

22-11 63

4. *Dr. Sarojini Mahisi* (Dharwar North, Mysore), Congress.

I do welcome this Bill, and the Hon. member has rightly brought this Bill at this particular moment when there is so much harangue in the House about the official language. Right from the beginning of the Constituent Assembly, time and again a move has been made to make Sanskrit one of the official languages of India.

The learned people used to speak in that language , it was the court language. That was the language of the people also. But that was not

patronised. Up to Sankara, Ramanuja and Madhava's period all these intellctual discourses were written in Sanskrit only.........

Therefore, in order to understand the spirit of our Indian culture, our highest literature, our great heritage, it is necessary that we shall have to give a proper place for Sanskrit not only in the examination hall, but in our society, in our politics and in our life as a whole.

22-11-63

5. *Shri Yaspal Singh* (Kairana, U. P.), Independent.

Mr. Dy. Speaker, I give thousands of thanks to Shri Chapala Kanta Bhattacharya for introducing such nice Bill in the House. An Hon. member has said that this language (Sanskrit) has become old and stagnated. But can the language in which is written the Gita, the Vedas, the Ramayana, the Upanishads, ever become old ?

If the newly created state of Israel is able to revive Hebrew which was dead and 2000 years old, there is no reason why India should not be able to carry its on Government with Sanskrit its ancient and greatest language.

I earnestly appeal to the Home Minister to accept the Resolution.

22-11-63

6. *Shri Sachindra Chaudhuri* (Ghatal, W. Bengal), Congress.

I welcome the proposal made by my esteemed friend, Sri Bhattacharya for this reason that I feel that Sanskrit has a merit which is beyond the merit of all the current languages to day in India which entitles it to be considered as a national language.

Much of what I want to say has already been said. What should be the criteria in modern times for any language to occupy the position of national language? Firstly, it must have its origin in the country. Sanskrit has that. In fact, as suggested by practically every one of my friends, Sanskrit is the mother of all languages. It should not have any conflict with any other language. What question is there of conflict between mother and daughter? Everybody accepts that Sanskrit is suitable. It is not that Sanskrit comes into the arena for the purpose of disputing the position of Hindi. That is not the idea.

Let us consider what Sanskrit can do. If this language is used for the purpose of everyday business and conversation, one has got to see whether it meets the requirements. For that my suggestion is that Sanskrit is a language which by its very construction and grammar is capable of absorbing into itself and expressing any new idea or novel idea which comes in. Sanskrit has never eschewed the journey into it of other languages

or other nations. In fact, it has always absorbed words from other languages. If we accept it today for our purposes, there is absolutely no reason why the process should not go on and why we should not take into it words form other languages and distil it through the means of Sanskrit grammar. That can be done.

It is certainly a matter of congratulation for us that this language raises no dispute between one region and another which a regional language may do. It certainly has the other virtue that it does not try to claim excellence over any particular language.

The position today is that we have to keep English alive because no particular language, not even Hindi, has that university or universal acceptance in the country. Which would make it useful to every citizen of the country, Sanskrit is capable of that because there is no resistance to it from anywhere. You will find a few man in every village in India, who can speak Sanskrit and who can express themselves in Sanskrit—it may not be classical Sanskrit, it may not be learned Sanskrit but it will be enough to understand a person from any part and enough to express one's thoughts to make a conversation possible.

The English language claims to be a language which is of universal appeal, which opens the door to the west. The door to the west was opened by the Sanskrit language as has been

demonstrated by Shri Bhattacharya, because the first glimmering of culture of India travelled to the west through the Sanskrit language and its study. Therefore it is evident that it is capable of not only of opening but keeping open that window which lets in western light and takes our light to the west.

If these are good reasons, that this language is capable of being brought to life again, and if it has been sleeping, *it has only been sleeping and not died;* ; if it is also true that other countries have taken interest in this language, and learned people in other countries have studied the language sufficiently to converse with learned people in our country, why should this proposal be not accepted ?

There is only one other thing that I want to bring to the notice of this House. A certain amount of doubt has been raised as to whether Sanskrit is a dead language or the language is alive. I am not going 2000 years back. I have told you that today the language is studied. The language is capable of rendering any thought. In support of that, if I may introduce a note of personal experience, I want to tell you an instance. It is an incident only about 30 or 35 years back. There was a gentleman by name Ananta Shastri. He was from the South, a very learned man, a professor of Sanskrit of the Madras University and later transferred to the University of Calcutta. That gentleman had one of his books plagiarised. He wanted to have a copy right. He

was not well versed in English. He spoke only little Hindi. The only language in which he conversed with people in Northern India or even Bengal was Sanskrit. He came along seeking somebody who understood simple Sanskrit. It was may good fortune to meet him. He wanted to ask whether the court had jurisdiction or not. The word "jurisdiction" had been sought to be translated into modern Indian languages and I am yet to come accross a word which correctly represents it. The word "copyright" is also considered as rather difficult of translation. This gentleman had no difficulty in translating it.

What he said to me was this .

অস্য ধর্ম্মাধিকারস্য স্থানাধিকারত্বম্ বিষয়াধিকারত্বম্ অর্থাধিকারত্বং বর্ত্ততে বা ন বা ;

Has this court got jurisdiction as to the territory, as to the subject matter and as to the amount involved ?

পুস্তকস্য অনুভারস্বত্ত্ববিষয়ে ব্যবহারদাতুম্ ইচ্ছামি ।

I wish to institute a suit in respect of the copy right of my book. This is what he said, simply, clearly and without any difficulty for me, who does not claim to be a Sanskrit scholar, in understanding what he said. If the

language is capable of rendering thoughts which are entirely modern, which are discussed in modern courts and the language has been used in the past for expressing every kind of scientific thought, is it a language to be eschewed ? Is it a language to be denied the place which it pre-eminently deserves, in fact a language which is enshrined in our Constitution earlier ? Is it a language which has got to be denied its chance of recognition by the country as an official language ? It is not a question of whether it should or should not get into the Constitution. That is a very moderate suggestion or submission made by my esteemed friend, Shri Bhattacharya. If I have taken up your time, I apologise, but I think the occasion demanded that something should be said by somebody who does not claim to be a Sanskrit scholar and who has got every admiration for English language.

6. 12. 63 (14. 30 hrs. to 17 hr = $2\frac{1}{2}$ hours).

7. *Shri Ramesvarananda* (Karnal, Punjab), Jan Sangh.

The Hon'ble Member Shri Bhattacharya has delivered an excellent speech on the Bill introduced by him. In respect of the Bill I say that Sanskrit was not only the official language of India during the time of the Mahabharata, but it had travelled beyond India and had recognition in other countries as well. The Aryans travelled and moved throughout India from North to South and West to East

and carried the same language (Sanskrit) with them. I am surprised to find that an Hon'ble Member says that Sanskrit was never the language of the people. But I cannot blame him as he has not read Sanskrit. I pity those who say that Sanskrit was never the language of the people. They have read only the history of the Mughal period and are ignorant about the period previous to that.

I say that had Sanskrit been made the only official language from the beginning of the Constitution, and not an additional official language as is being proposed now, the quarrel over the language that are raging in the country would not have arisen at all. Even if we accept it as an additional official language now, all the bitterness will disappear.

In our regional language (Hindi) there are thousands of Sanskrit words. So also in Marathi and Gujrati. In Bengali, the Sanskrit words are innumerable. If anybody speaks in Sanskrit to a person who knows Bengali, the latter will at once understand the substance thereof. So also is in the case of Punjabi, which contains thousands of Sanskrit words. If Sanskrit is made the official language, then there will be no quarrel in any manner.

For the reasons I state that if Sanskrit is recognised as the official language along with Hindi, there cannot be any reasonable objection to it. *If we can learn English, the language of the people living beyond the seven seas; if we can learn*

Arabic and Persian, the language of the people living in foreign lands, it will take very little time for us to learn Sanskrit, the language of our own land.

৪. *Shri Hirendra Nath Mukherjee* (Calcutta), C. P. I.

Though I do not envisage Sanskrit in practical terms as the national language of our country to be used for all official purposes, I think that the motion which has been brought by my Hon'ble friend, Shri Bhattacharya deserves the support of the House, particularly because of a certain crisis which seems to have arisen in our country in regard to the language problem. Mr. Bhattacharya has very modestly put up the case for Sanskrit not to be the sole official language of our country, but as one of the alternative languages to be used for official purposes. And that modifies the position to an extent which I think, ought to mobilise the support of this House for his motion.

If goes without saying how very much this country owes to the glory of Sanskrit not only in order to satisfy our national self respect, but also to sustain the day to day inspiration which ought to be there if we are going to conduct ourselves properly in a free India. Our country, our State has for its motto, the Sanskrit saying সত্যমেব জয়তে নানৃতম্ (Truth alone triumphs, not falsehood). There are mottos inscribed on the walls of the Parliament House which are couched in Sanskrit mainly

because it has the classical quality of conciseness and the profoundest significance at the same time. There are so many other ways in which we can remind ourselves of the glory of Sanskrit and how much we owe to it.

I do not for a moment deny that Sanskrit even today, even in degenerate days, has a very great position of importance as a unifying factor.

After all, Sanskrit has been a cementing factor. Muslim scholars have studied Sanskrit very carefully. Since we owe to Sanskrit so much of that inspiration which alone can help us to go ahead, let us try to find out what our people feel about it. If we can co-exist with English, if Hindi and English can co-exist, why not Hindi and English and Sanskrit also ? In the South people are putting up the question : let us support English because Hindi-predominance is going to be a dangerous thing. Now how are you going to answer this ? Let us find out what they feel in regard to Sanskrit. If the South feels that their apprehensions can be mollified by the adoption of Sanskrit as an additional alternative language, let us find out. And Mr. Bhattacharya wants nothing more than to have the elicitation of opinion, and therefore I feel that this is a matter which ought to be supported.

11. *Shri Hanumanthyia* (Bangalore City, Mysore), Congress.

The Bill before the House has attracted great attention throughout India mostly in the intellectual

circles. The other day I read in a paper that a great leader like Dr. Katju saying that Sanskrit would be a very effective All-India link for the purpose of Indian unity. I agree with that view. But as every thing has its own laws and principles, so has language, which changes in two dimensions; in time and in space. This law seems to be as effective and lasting almost as the law of gravity. You see any language in any country. It reigns from place to place and from time to time. In the case of Hindi, I am told that there are at least 25 varieties differing from place to place in Northern India.

This law is applicable to Sanskrit also. It has changed in course of time and in course of space. Our best works in the field of religion and literature are embedded in this language. We should not neglect these ancient heritages merely because it did not happen to be current language or current coin of literature.

Every greatman whom we come across in English history or politics studied Greek and Latin in the grammar schools or in other schools. That gave them such a good foundation that they started on the inheritance of their forefathers or what is called ·the European heritage or renaisance.

If you want our youth to rise in stature and standards and achieve great things for this country, *their education must be solid and that can only be done by studying Sanskrit.*

Sanskrit has attained such a great height, that no regional language in India, no modern language

in the world has been able to attain as yet that height of excellence in the field of literature and religion.

Therefore, I would request the House to include it as one of the languages in the Schedule but not necessarily for the purpose of official intercourse. If we include English as one of the languages in the Schedule, self-respect and gratitude to our fore-fathers demand the inclusion of Sanskrit as one of the official languages.

12. *Dr. Madhavdas Sri Hari Aney* (Nagpur), Independent.

Shri Bhattacharya only wants that after the word "Hindi" the words "and Sanskrit" shall be inserted. All that he wants is that Sanskrit should be recognised and honoured as an official language along with Hindi. There is no danger of Hindi being superseded by Sanskrit. Therefore, if this Bill is passed as it is, there is no danger of Hindi being superseded by Sanskrit. Reasons are as follows :—

Firstly, if we are to really carry out or implement the position which is given to Hindi in the Constitution, then Hindi has to be developed and enriched. That can be done only if Hindi and other national languages which are mentioned in the schedule draw heavily from the treasures of Sanskrit.

Secondly *if there is any language which has really close touch with the majority of languages of India, it is only the Sanskrit language.* Therefore, if all the regional languages of India cannot be

made the official languages but some languages should be recognised as official languages. Sanskrit is the only language which can perform that function.

Out of Sanskrit has grown several languages. Shauraseni, Magadhi, Paisaci and Maharashtri are the four languages out of which most of other vernacular languages have grown. Besides the vocabulary of words in all these languages, which have ultimately new grown into our modern languages, is mostly Sanskrit. Almost 80 per cent of the words of these languages are from Sanskrit.

So in a way, Sanskrit is the only language which has close association with almost every language, with all the people who speak different languges of India. Therefore the people of India have got common respect for this language second only to their mother toungue.

Now the modern educationists find it difficult to make adequate provision for encouraging the study of Sanskrit. Not withstanding the fact that the entire Indian culture illumined with the impress of Sanskrit, *proper provisions for the study of Sanskrit is not made and the attention which it ought to deserve is not given to it.* If we include Sanskrit as official language in the Constitution, as Shri Bhattacharya has suggested, naturally a situation will arise where the position of Sanskrit will improve.

I feel confident that the demand (recognising Sanskrit as the Rashtra Bhasa) which is the only

natural and rational solution of the problem of Rashtra Bhasa for India will forcibly attract the attention of those who are for the present at the helm of the Central Government. They learn after bitter experience and therefore it takes time.

13. *Shri N S. Ranga* (Chittoor, Andhra Pradesh), Swatantra.

I would like to associate myself with the supporters of this idea that Sanskrit should also be included in the list of languages which are to be recognised by the nation as a part of our national heritage and if we should have any link languages in this country, Sanskrit should also be one of the link languages.

At Oxford I was forced to study French and German. It was a difficult task and yet I learnt them We had to learn two other European languages in addition to English. If that is the case even now with the British Universities, why should we not also make a similar effort in our country ?

If we want to develop our own languages, we must see to it that mother language, the Sanskrit language is developed, preserved and protected.........

In that way, we can preserve this great treasure not only of our past culture and past thoughts and past poesy, but also we will be able to develop our own genius through Sanskrit and through our genius we can develop Sanskrit literature also. So, I am in favour of this motion.

14. *Shri A. T. Sarma* (Chatrapur, Orissa), Congress.

'We are now using Sanskrit in an indirect form From birth to death we are using Sanskrit only. The other languages are for our own purposes. But, for these সংস্কারs starting from জাতকর্ম up till the death ceremony, we use only Sanskrit, and we perform all these সংস্কারs in Sanskrit.

If we wake up in the morning, we recite Sanskrit Slokas When we take our bath, recite Slokas. If we perform any puja and worship our Gods, we worship them in the Sanskrit language. If our children begin their lessons, they begin with শ্রীগণেশায় নমঃ. For any auspicious work we begin or we do, we say first শ্রীশুভমস্তু or বন্দেমাতরম্ or ওঁতৎসৎ. Similarly, if we conclude any thing, we say ইতিশ্রী. So *even now Sanskrit is in use in various forms.* And therefore we could not afford to neglect the Sanskrit language, even though we may speak so many languages in India.

If we look at the actual official position, we can see that even our Government are using the Sanskrit language in several forms. Our motto সত্যমেব জয়তে is a Sanskrit term. Even the technical terms which have been coined in Hindi are almost 99 per cent Sanskrit words. So, Sanskrit is not out of use. *It is not a dead language.* Still it is alive in our country.

If Sanskrit is adopted as the official language, *it is not difficult. It can be learnt very easily, within one year.* There are two aspects of Sanskrit, one

the language side; the other the শাব্দিক side. Learning the শাব্দিক side will take a long time, even 40 years. *But the language side can be learnt in one year. If Sanskrit is adopted as our official language, I think all the world will welcome it, and Sanskrit will flourish among our languages. So in my opinion Sanskrit is the language best suitable to be chosen as official language.* I whole heartedly support the motion.

16. *Shri Raghunath Singh* (Varanasi, U.P.)
Congress.

My friend, Mr. Mutta Gounder (D. M. K.) who perhaps belong to Tamil nationality has very nicely opposed the Bill. But perhaps he is unaware of his own history. There was a time when the Mayapith Empire was established by the Tamil people in Cambodia, Thailand, Vietnam and Malaya by Emperor Vijay. *In the 12th century A. D. these Tamil people made Sanskrit the State language of these countries.* Let us have look on Andhra. The Andhra people established the Moan Empire in Burma which extended from Pegu to Mandalaya. *State language of this Empire was Sanskrit;* and it remained so upto the 12th Century A. D. Take the case of Malayasia where people of both Tamil and Andhra nationality were inhabitating. Malaya's last king was Parameswaran. He adopted the Arabic script *but the state language remained to be Sanskrit.* It was only about 130 years ago.

Take the case of Kashmir. 90 per cent of the

people there are Muslims. Our "Deeds of Rights" are printed in small books in English. But the language of Kashmir was the language of "Loka Prakash" upto the Moghul period. This book was written in Sanskrit and had been current in the society from the 5th century B. C. upto the 16th century A. D. Of course during the time of Zainul Abedin a few words of Arabic and persian infiltrated in "Loka Prakash" during the time when the rule of Islam was established in Kashmir, but its language remained the same, namely, Sanskrit.

It is no doubt true that books on Buddhism were written in Pali. But *Buddhism could not flourish in India until Buddhist literature was translated into Sanskrit.* It was after Asvaghosha had translated the life of Buddha and books on Buddhism into Sanskrit, that Buddhism spread all over India, and South East Asia. Prior to that it was confined to Bihar and Uttar Pradesh. Those who say that Tamil is different from Sanskrit forget their own history, their own glory. They forget that they spread culture in Borneo, Sumatra and Java and carried Sanskrit with them. I therefore stand for this Bill and express my desire that Sanskrit may be made the official language.

17. *Shri Prakash Vir Shastri* (Bijnor, U. P.),
Independent.

I welcome the Bill introduced by Shri Bhattacharya with all my heart. Two or three questions have been raised regarding this Bill in the House.

Some friends have said that when Sanskrit was the state language, it taught one class of people to hate another class. Some member has blamed Sanskrit for caste system in our country amongst the people. Some has said that Sanskrit was never the people's language at all—it was a language limited to a class.

To those who say that Sanskrit begot the feeling of superiority and inferiority, I would only refer to a Mantra of the Rigveda :—

যথেমাং বাচং কল্যাণী মা বদানি জনেহভ্যঃ।
ব্রহ্মরাজন্যাভ্যাং শূদ্রায় চার্যায় স্বায় চারয়ণায় ॥

It means that the pious voice of the Vedas or this storage of knoweledge does not belong to any particular class or caste. It belongs equally to Brahmins. It is equally acceptable to the Aryas as well as to Anaryas. Any distiction ever made between Anaryas and Aryas was based only on social behaviours. Those who followed the tradition of the society and obeyed the rule of law were regarded as civilised and were called Aryas ; those who behaved otherwise were called Anaryas. These names were not based on caste system but on the social arrangements. Knowledge stored in Sanskrit was meant for all equally. Sanskrit never begot or encouraged the so called caste feeling.

Re : whether Sanskrit was ever the people's language I would place only two instances before you. One is found in Bhoja Prabandha. One day a man was crossing a river with a bundle of wood

on his head. King Bhoja was coming from the opposite direction. Finding that the man was sweating, the King asked ভারং কিং বাধতি ভদ্র ? (Do you feel pain by carrying the load ?) The man replied ভারং ন বাধতে রাজন্ যথা বাধতি বাধতে (The load does not pain me so much as the use of the word বাধতি in place of বাধতে) This reveals the knowledge of Sanskrit possessed by even a man belonging to the class of wood-cutters. One more example. The famous Kumarila Bhatta during the days of the great Sankaracharya, went to the native place of the erudite scholar Mandan Misra and enquired from the villagers about the location of his house. An ordinary man promptly replied :

স্বতঃ প্রমাণং পরতঃ প্রমাণং কীরাঙ্গনা যত্র গিরো গিরন্তি।
দ্বারস্থনীড়ান্তর-সন্নিরুদ্ধা অবেহি তন্মণ্ডনমিশ্রবাসঃ ॥

Know that to be the house of Mandana Misra where you will find that even the female parrots are discussing with each other whether the Vedas prove themselves or are to be proved by some other external evidence. Even after reading these instances if any body says that Sanskrit was never the people's language, it would show that he is ignorant of history of our land.

The volume of Sanskrit literature is also enormous. It possesses Lilavati's Mathematics, Panini's Grammar and Kautilya's Arthashastra, which is regarded as a wonderful book on politics, so much so that it was first of all translated into German at the instance of Hitler himself. It has the Panchat-

antras in which priciples of politics, social behaviour and conduct of a householder have been illustrated in simple language through short stories. It has also Aeronautical Science of Bharadvaja. There is no knowledge and learning in the world which is not found in Sanskrit.

People say that in our country Pali or Prakrit was the current language. The case is just the same as Hindi. In the province I hail from, there is not one single form of Hindi, there are several different forms which we call dialects differing from place to place. In the same way as আর্যপুত্র in Sanskrit became অজ্জউত্ত in Prakrit ; the word was same ; but was pronounced differently due to difference in place or ignorance as we have just seen that some people orthodoxically adhere to use Apabhramsha and not Sanskrit. But how can Sanskrit be blamed for this ?

Concluding my speech I want to say only one thing more. It is our good fortune that Shri Rajagopalacharya, the first Governor General of Independent India, Dr. Rajendra Prasad, the first President of India, Dr. Radhakrishnan, our present President, all have been scholars and lovers of Sanskrit. This is also our good luck that whoever sits on the chair on which ধর্মচক্রপ্রবর্তনায় is inscribed, whether he is G. V. Mavalankar or Shri Anantasayanam Ayenger, or Shri Hukum Singh, all of them are erudite Sanskrit scholars. All our Home Ministers also whether he is Sardar Ballabh Bhai Patel, or Govind Vallabh Panth, or Dr. Kailash Nath Katju, or Shri Lal Bahadur Sastri, all are lovers of

Sanskrit. I do not know about Shri Guljarilal Nanda. But unfortunately for us, in spite of all these stalwarts, Sanskrit was not made popular, or even a compulsory subject of study in the States as it should have been. *We did not do justice to Sanskrit, or to ourselves.* I believe Sanskrit will get some strength from this Bill of Shri Bhattacharya. This Bill has given us an opportunity to think over the matter again.

With these words, I again welcome the idea of the Bill.

18. *Shri D. C. Sarma* (Gurudaspur, Punjab), Congress.

I rise to pay my tribute to all persons who have spoken in favour of this Bill. I also offer my felicitations to those who have spoken against the Bill. I think Shri Raghunath Singh has given the most devastating reply to those persons who thought that Sanskrit was the language of separatism.

20. 12. 63. (14.01 hrs. to 15. 24 hrs.)

19. *Shri Hajarnavis* (The Minister of State in the Ministry of Home Affairs. (Bhandara, Maharastra) Congress.

I am one of those who, though not proficient in Sanskrit have very great regard and affection for Sanskrit, and one of the minor dissatisfaction in life which I suffer from is my wholly inadequate knowledge of Sanskrit. *Sanskrit, of course, is the fountain head of our cultural life.* It has very rich

literature, and as I expressed at the other place, two days back, *no study of northern languages will be complete without a knowledge of Sanskrit.* Of course I am not competent to speak of the southern languages. But I am told Malaylam and Telegu have also a very large percentage of Sanskrit words. I am quite sure that no one can be fluent or proficient in Bengali, Marathi etc. unless he has adequate knowledge of Sanskrit. Sanskrit, with its almost perfect grammar, with its highly developed science of Alankaras which is adopted in the regional languages, ought to be regarded as a necessary subject of study, at least in the secondary stage. Speaking for myself, I am one of those who feel like that. But all this will not permit me of its being prescribed as the official language. When a census was conducted in India, as mother-tongue not more than 500 people claimed to speak in Sanskrit, so that the very pre-condition, the actual necessary condition for a language to be prescribed as an official language, that is to say, the language in which Government transacts its business, is wanting in this particular language. Therefore I must oppose the motion for circulation.

Shri Chapala Kanta Bhattacharya in reply

I thank the Hon. Minister for the speech that he has made in support of Sanskrit. While I admired his argument, I was surprised how he could avoid the inevitable conclusion that a language which have such a footing in the country should be

at least allowed to be used for some official purposes. He argued admirably in favour of Sanskrit, but came to the wrong conclusion that it may not be used. I feel I have got the House with me as the speeches that have been made on the last occasion will show. I feel assured to find that in the number of speakers who supported me were some of the most eminent lawyers in India.

I introduced the Bill by quoting the Hon. Prime Minister (Quotes from Discovery of India regarding Sankarachary's propagation of his doctrine through out India and continent): This happened in the 8th and 9th Century. May I ask what was the medium in which this great mind carried on all these things—this arguing, debating, reasoning and convincing? What was the language which he used for doing this on an all-India scale, on a mass scale, from Kerala to Kashmir, and from Kashmir to Assam? The medium was Sanskrit. I question again, what was the binding thread that he used to bring about unity and synthesis out of the diversity that was present during his time? *That force, that binding thread, that cement, was Sanskrit which he used.* If this could have happened in the 8th century, not very long ago, what is the reason that you are so diffident now? What is the reason that we feel sceptic now and speak as the Hon. Minister has just now spoken?

In this House, the Prime Minister has spoken a number of times on the official languages....

Whenever he takes up the question of official language, the vision of Sanskrit appears in the back ground. On the 7th August, 1959 on Shri Frank Anthony's proposal to put English in the 8th Schedule, he stated :

"Every one knows Sanskrit was the symbol of our magnificent civilisation in the past—a tremendous thing. Whenever I think of it I am overwhelmed by the achievement of Sanskrit. It is a tremendous thing. *Now we cannot leave it*"

Then, in September of the same year, the Prime Minister spoke on the report of the committee of Parliament on Official Language. There he said : "I have on a previous occasion expressed my great admiration for Sanskrit. I think *if there is one thing which can embody the greatness of India's thought and culture in the past, it is Sanskrit.*"

"The Indian languages of today are either directly descended from Sanskrit, or like the Southern languages been closely allied to it. The background of thought and culture whether it is of Tamil, Telegu or any other southern language is closely allied to the background of thought and culture of northern languages because of Sanskrit and its effect on the whole of India. *If ue cut away these roots, it will be very bad for us.*"

It is to maintain these roots, it is to preserve our connection with these roots that I have suggested that Sanskrit be given recognition as an official language, at least for some limited purposes as has been recommended by the Sanskrit Commission.

I hoped that if my arguments do not prevail with the Government of India, at least arguments of the Prime Minister would. But somehow I have failed. While the Minister argued for Sanskrit and came to a conclusion against it, I feel there is some confusion somewhere. Otherwise, it could not have been so.

When I heard the Minister speaking like that, the Lord's saying in Gita came to my mind :

কর্ত্তুং নেচ্ছসি যন্মোহাত্ করিষ্যস্যবশোঽপি তত্।

What you are not inclined to do today because of confusion in thinking, you will have to do someday out of force of circumstances.

When I proposed Sanskrit as official language, I did not think of a classical language at all. I proposed Sanskrit because it is very modern in its thought and ideas. It is one of the storehouses of the most progressive thinking. It has the capacity to express ultra-modern ideas. There are my friends in the opposition as well as on the Congress who want to put ceiling on the possession of an individual. I am quoting something beyond which they will not go. I am quoting from Bhagavatam :—

যাবত্ ভ্রিয়েত জঠরং তাবত্ স্বত্বং হি দেহিনাম্।
অধিকং যোঽভিমন্যেত স স্তেনো দণ্ডমর্হতি ॥ ভা ৭।১৪।৮

An individual in a society is entiled only to that much which will be required to sustain his

existence. Any individual trying to have more, is a social thief and deserves punishment. I do not know whether my friends in the opposition are prepared to go so far as what Bhagavatam has said about the individuals' rights in society.

We are now thinking of land reforms and ownership of land. If my friend Shri Mukherjee refers to Manu, he will find it stated there that the land belongs to the person who tills it.

(স্থাণুচ্ছেদস্য কেদারমাহুঃ শল্যবতো মৃগম্। মনু ৯।৪৪)

These are the modern ideas of which Sanskrit is the store-house. I could have given more. That is what attracted me to suggest that Sanskrit may be taken up as an official language.

As a language, I have supported it because of its scientific character. It is the most scientific language in the world. In its precision and integrity it has no equal in the world : *not even English is equal to Sanskrit in precision, integrity and scientific character.* These are the reasons for which I took it up.

(Referring to utterance of Sanskrit sayings by Shri H. N. Mukherjee to justify his party's patriotic character, or by Mr. Nath Pai when he tried to impress upon the Prime Minister the necessity of preserving the integrity of India in the face of Chinese aggression, he continues :

These are words which come to us not because they are mere obsolete classical words, but because

they express the ideas and thoughts which are current in our blood even now. That is what emboldened me to take it up.

My friend the Hon. Minister stated that 500 people have recorded Sanskrit as there speaking language. The very fact that even in these days are 500 people who use Sanskrit as speaking language is enough commendation for giving it the recognition that I suggest for it.

We have been learning English for the last two centuries. What an amount of money the British Government had spent and this Government is spending on learning English. It is stated in the Kher Commission report that even after two centuries of learning of English, not even one per cent of the people of India could express themselves sufficiently in English. *Will they throw out English because not even one per cent of the people speak English* ? Yet you are passing laws in English and you are maintaining it as an associate official language. If that can be done, simply because only 500 people speak Sanskrit, there can be no bar to Sanskrit being adopted as an official language.

A language dies when the culture dies. If the culture does not die, the language does not die. Some of the European languages are dead because the culture is dead. The climate of culture in which Sanskrit was born still persists. I maintain that, that culture is living and having very active existence in our life.

Let it be remembered that the proposal to have

Sanskrit as an official language was broached in the Constituent Assembly by Shri Naziruddin Ahmed. That should be remembered because that is a remarkable thing. Our present Speaker, who was a member, said, "I do again make it clear that I am not against Sanskrit and if that is taken up straight way, I will suport it." Even then, I do not want to disturb the present scheme of things. Let Hindi remain where it is ; let English remain where it is. But let Sanskrit be given recognition for limited official purposes.

The Minister was referring to some Universities. In my introduction speech, I stated that I asked the Parliament Secretariat for the use of Sanskrit on certain ceremonial occasions, but I was told it could not be used unless it is there in Article 343.

I have not raised the question of lingua franca. I have suggested Sanskrit only as an integrating factor in the present India ; not only in India, but it will integrate us with the rest of the world, particularly the Eastern Asia.

Some years ago, I was in Saigon and I met the Education Minister of Burma there. I asked him how they found out technical words for their language. He said that they tried to find them in the Burmese language and when they could not find in the Burmese language, they went to Sanskrit. Even now the Education Minister is doing it. What is the difficulty in our case, I do not know.

I shall quote only one more instance and then

conclude. I spoke of Israel. When that state was formed the Jews from all sides came and amongst that multi-national and multi-language people, the only way they found to bring about unity was to restore Hebrew. This could be done even in our present case as a measure of integrating factor.

I shall conclude with a saying of Bhavabhuti that comes to my mind now. This time when we close the chapter which began in 1958 and when I conclude it sadly, the words of Bhavabhuti came to my mind :

যে নাম কেচিদ্ ইহ নঃ প্রথয়ন্ত্যবজ্ঞাম্ ।
জানন্তু তে কিমপি তান্ প্রতি নৈষ যত্নঃ ॥

Those who are ignoring me today, whatever knowledge they may possess, let them also know that my efforts have not been for them. Then he said :

উৎপৎস্যতেঽস্তি মম কোঽপি সমানধর্মা

There are others who think like me and more will come. Then he concluded :

কালোহ্যয়ং নিরবধি বিপুলা চ পৃথ্বী ।

The world is vast and time is eternal.

(*The motion was negatived.*)

Members, who spoke in support of the resolution :—

1.	Shri Chapala Kanta Bhattacharya	—Congress.
2.	„ Nalini Ranjan Ghosh	„
3.	„ K.K. Wariar—Communist Party of India.	
4.	Dr. Sarojini Mahishi	—Congress.
5.	Shri Jashpal Singh	—Independent.
6.	„ Sachindra Chaudhury	—Congress.
7.	„ Rameswarananda	—Janasangha.
8.	„ Hirendra Nath Mukherjee	—Communist Party of India.
9.	„ D. N. Tewary	—Congress.
10.	„ Hanumanthia	„
11.	Dr. Madhavdas Sri Hari Ane	—Independent.
12.	„ N. S, Ranga	—Swatantra.
13.	Shri A. K. Sarma	—Congress.
14.	„ Raghu Nath Singh	„
15.	„ Prakash Vir Sastri	—Independent.
16.	„ D. C. Sarma	—Congress.

Members, who spoke against the resolution :—

1.	Shri Ram Sevak Yadav	—Socialist Party.
2.	„ Muthu Gounder	—D. M. K.
3.	„ Hazarnavis	—Congress. (Minister of State)